গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্কার শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উক্ত প্রতিবেদন এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(আজম উদ্দীন তালুকদার)
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০৫৮৯।
e-mail: moragovbd@gmail.com

সিস্টেমস এনালিস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ইউ.ও.নোট নং-১৬.০০.০০০০.০২০.১৬.০০২.২২.৩৫০ তারিখ: ১৩.১০.২০২২

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

পৃষ্ঠপোষকতায় : জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান এম.পি.
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : **কাজী এনামুল হাসান এনডিসি**
সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা কমিটির সদস্যবৃন্দ-

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	আহ্বায়ক/ সদস্য/ সদস্য-সচিব
১.	জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	আহ্বায়ক
২.	জনাব মো: রবিউল ইসলাম যুগ্মসচিব (বাজেট ও হিসাব)	সদস্য
৩.	জনাব মোহাম্মদ কুদ্দুছ আলী সরকার যুগ্মসচিব (সংস্থা)	সদস্য
৪.	জনাব মো. সাখাওয়াৎ হোসেন উপসচিব (প্রশাসন)	সদস্য
৫.	জনাব মোহাম্মদ মাহবুব আলম উপসচিব (হজ)	সদস্য
৬.	জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সিস্টেমস এনালিস্ট (আইসিটি)	সদস্য
৭.	জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ সিনিয়র সহকারী সচিব (সংস্কার)	সদস্য
৮.	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান প্রোগ্রামার (আইসিটি)	সদস্য
৯.	জনাব মো. সাখাওয়াত হোসেন উপসচিব (উন্নয়ন)	সদস্য সচিব

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন : আরিস্তা প্রিন্টার্স, গাউছুল আজম মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫।
প্রকাশনায় : সমন্বয় ও সংস্কার অধিশাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
মুদ্রণে : বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রাণালয়।
প্রকাশকাল : অক্টোবর, ২০২২

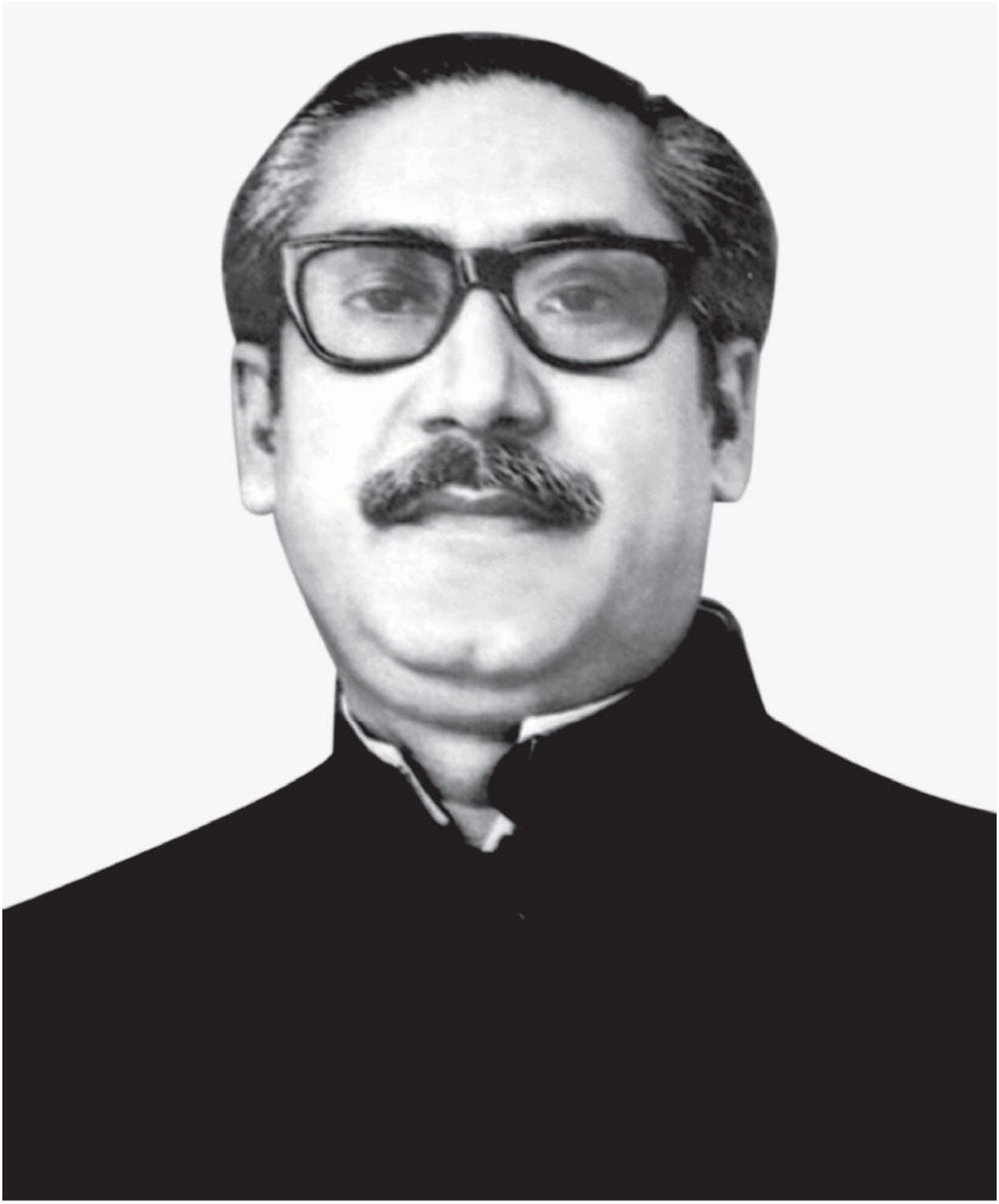

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

বাণী

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অতীতের ধারাবাহিকতায় ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্পের সামগ্রিক চিত্র প্রকাশ পাবে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল ধর্মাবলম্বীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সকল ধর্মাবলম্বীর সমঅধিকার নিশ্চিত করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬৪টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক ৯৪৩৫.০০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অধীন "মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" এবং "ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক দু'টি এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অধীন "প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)" চলমান আছে। অনুরূপভাবে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের কল্যাণ সাধনে প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশনা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পাদন করে আসছে। বর্তমান সরকারের আমলে বিগত কয়েক বছরে হজযাত্রীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, চিকিৎসা সেবা ও আনুষঙ্গিক সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে হজ সংক্রান্ত জটিলতা ক্রমান্বয়ে নিরসন করা সম্ভব হচ্ছে। সকল ধর্মের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসনকল্পে অনুদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হয়েছে। নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন দেশের কিছু সংখ্যক মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ের বিদ্যুৎ ও পানির বিল ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে পরিশোধ করা হচ্ছে। এছাড়া, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান, শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি, আন্তঃধর্মীয় পারস্পরিক সহমর্মিতা ও নৈতিকতা উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় হতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ দেশের মানুষের সেবায় যথাযথভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সকল কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ ফরিদুল হক খান এম.পি.)
প্রতিমন্ত্রী

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

বাণী

ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৯৮০ সাল হতে পৃথক মন্ত্রণালয় হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সকল ধর্মীয় মূল্যবোধ সমুন্নত এবং অসাম্প্রদায়িক সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ সকল সম্প্রদায়ের কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনা, দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সংস্কার, মেরামত; ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন; ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা; আওতাধীন সংস্থা তথা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ওয়াকফ প্রশাসন, হজ অফিস, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর যাবতীয় কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিবীড় সমন্বয়ের মাধ্যমে সময়োচিতভাবে কার্যক্রম সম্পন্ন করে যাচ্ছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, অফিস ও প্রশিক্ষণ একাডেমি পরিচালনার জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল তৈরি এবং আন্তঃধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা হয়েছে। করোনা মহামারীর এই সময়ে এসব প্রশিক্ষিত জনবল করোনা মোকাবেলায় অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া ধর্মীয় সচেনতা বৃদ্ধিতে এ মন্ত্রণালয় কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখছে।

গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণী প্রকাশের লক্ষ্যে একটি প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা এ প্রকাশনার অন্যতম উদ্দেশ্য। আমি এ প্রকাশনা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

জয় বাংলা।

(কাজী এনামুল হাসান এনডিসি)
সচিব

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর তত্বাবধানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সকল ধর্মাবলম্বির সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, ই-হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন, ধর্মীয় ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

২. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় পর্যায়ে আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে। এছাড়া, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

৩. ১৯৮০ সালে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের ধর্ম সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনাসহ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের মনিটরিং ও সমন্বয় করছে। এর রূপকল্প হল-"ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ" এবং অভিলক্ষ্য হল-"ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা"। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ১ম থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত ১২০ টি পদের বিপরীতে ১০২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন।

৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন; বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়; হজ অফিস, ঢাকা; বাংলাদেশ হজ অফিস জেদ্দা, সৌদি আরব; হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট; বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা । এ সকল দপ্তর/সংস্থার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এ মন্ত্রণালয় থেকে গ্রহণ করা হয়।

৫. Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Revised up to July 2014) অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২২ টি প্রধান কার্যাবলি নির্ধারিত রয়েছে । তন্মধ্যে হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান প্রদান, ধর্ম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি অন্যতম। এছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এ মন্ত্রণালয় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ইনোভেশন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, আরটিআই, ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন, বিদ্যমান অর্ডিন্যান্সসমূহ সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলা ভাষায় আইন আকারে প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে যাচ্ছে।

৬. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রয়োগযোগ্য The Mussalman Wakf Validating Act, 1913 (Act No. VI of 1913); Wakf Validating Act, 1930 (Act. No. xxxii of 1930); The Waqfs Ordinance, 1962; The Islamic Foundation Act. 1975; The Zakat Fund Ordinance, 1982; The Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983; বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৮, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮, The Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, 1986, ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৬ নম্বর আইন); ওয়াকফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫নং আইন) আইন/অধ্যাদেশ রয়েছে।

৭. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ২২৩৬ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পগুলো হল (১) প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত) (২) মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা

কার্যক্রম (৭ম পর্যায়) (৩) সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং বায়তুল মোকাররম ডায়াগনস্টিক সেন্টার শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) (৪) গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন (২য় সংশোধিত) (৫) হাওড় এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম (৬) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় নতুন মেশিনারিজ সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ (৭) মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ- (৩য় পর্যায়) (৮) সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (৯) ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) (১০) প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) (১১) ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)।এছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরের বরাদ্দ ৯২৭.০০ লক্ষ টাকা।

৮. ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা, কিশোর-কিশোরীদের ধর্মগ্রন্থ এবং বয়স্কদের স্বাক্ষর জ্ঞানসহ ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান ; শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ; ধর্মীয় শিক্ষক, ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে মৌলিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ-প্রদান; বিভিন্ন গবেষণা ও ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা এবং বিক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত, ধর্মীয় উৎসব উদযাপন দরিদ্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান এবং ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে আর্থিক সহায়তা প্রদান; হজ প্যাকেজ ঘোষণা, জাতীয় হজ ও ওমরাহ্ নীতির সংশোধন/হালনাগাদ, হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন, হজ নির্দেশিকাসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ, অসুস্থ হজযাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান; ওয়াক্ফ এস্টেট চিহ্নিতকরণ, ওয়াক্ফ সম্পত্তি অডিটকরণ এবং ওয়াক্ফ চাঁদা আদায়, মোতওয়ালি নিয়োগ, কমিটি গঠন, ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়ন; যাকাত সংগ্রহ ও যাকাত গ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং দরিদ্র মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামিক মিশনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।

৯. ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট' জারি হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দিক-নির্দেশনা প্রদান ও তত্ত্বাবধানের জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। উক্ত বোর্ডে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী চেয়ারম্যান। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন সরকারি অর্থে পরিচালিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম একটি বৃহৎ সংস্থা হিসেবে নন্দিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়সহ সারা দেশের ৮টি বিভাগীয় ও ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে আর্ত-মানবতার সেবায় ৪০টি ইসলামিক মিশন হাসপাতাল পরিচালনা, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি এবং চলমান ৮টি প্রকল্প ও ১ টি কর্মসূচির মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

১০. বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয় দেশের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্ফ এ্যাক্ট বলে এ সংস্থার সৃষ্টি হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের মাধ্যমে ৬০ টি ওয়াক্ফ এস্টেট তালিকাভুক্ত করা হয় ও ২৬৭ টি ওয়াক্ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লি নিয়োগ করা হয়। ১১২৯ টি ওয়াক্ফ এস্টেটের আয় ও ব্যয়ের অডিট করা হয়। ৯,৬৪,৩৫,২৩৪/- (নয় কোটি চৌষট্টি লক্ষ পঁত্রিশ হাজার দুইশত চৌত্রিশ) টাকা ওয়াক্ফ চাঁদা আদায় করা হয় । ১৬ টি ওয়াক্ফ এস্টেটের অবৈধ দখলদারদের ওয়াক্ফ সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। ৩১ টি ওয়াক্ফ এস্টেটের সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ওয়াক্ফ এস্টেটের সম্পত্তির উন্নয়ন ও আয় ব্যয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

১১. উন্নততর হজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯৭ সালে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকার আশকোনায় স্থায়ী হজ অফিসসহ হজ ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। বছরব্যাপী হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধনসহ যে কোন ধরনের তথ্য সরবরাহ করার জন্য ২০১৭ সালে হজ কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং ওয়েব চ্যাট, স্কাইপি, ই-মেইল, সাপোর্ট টিকেট এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন জেলা পর্যায়ের সকল কার্যালয় এবং ঢাকা হজ অফিস, আশকোনায় প্রাক-নিবন্ধন এবং হজ সম্পর্কিত যে কোন তথ্য হজযাত্রী ও সাধারণ জনগণ খুব সহজে জানতে পারছেন। বাংলাদেশ হজ অফিস জেদ্দার মাধ্যমে হজ ব্যবস্থাপনার মূল কাজ সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত হাজীদের আবাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাসহ যথাসময়ে সৌদি আরব গমন, বাংলাদেশে ফেরত এবং যথাসময়ে মক্কা মদিনা যাতায়াত নিশ্চিতকরণ, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রেরিত হাজীদের সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদের আবাসন ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন এবং হজকালীন মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় স্থায়ী ক্লিনিক স্থাপন করে সম্মানিত হজ যাত্রীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

১২. বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে ৬৮নং অধ্যাদেশবলে 'হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ প্রতিবিধান করা; হিন্দুধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান; হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন। সরকার প্রদত্ত স্থায়ী আমানতের সুদ, দান ও অনুদান এবং ট্রাস্টিবোর্ড অনুমোদিত অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিল পরিচালনা।

১৩. বাংলাদেশের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উন্নয়ন তথা বৌদ্ধ ধর্মের উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৬৯ নম্বর অধ্যাদেশ বলে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ট্রাস্ট অধ্যাদেশ - এর ৭ ধারার বিধান অনুযায়ী - ক) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের সর্বপ্রকার ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা করা; খ) বৌদ্ধ উপাসনালয়সমূহের প্রশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণে অর্থ সাহায্য করা; গ) বৌদ্ধ উপাসনালয়সমূহের পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং ঘ) উপরোক্ত কার্যসমূহ সম্পাদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্য সম্পাদন করাই ট্রাস্টের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বর্তমানে ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৭.০ কোটি টাকা। ৮ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনমূলে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/উপাসনালয়ের সংস্কার ও মেরামত এবং ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য বার্ষিক অনুদান ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়।

১৪. ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বিষয়ক অধ্যাদেশ জারির ২৬ বছর পর বর্তমান সরকার বিগত মেয়াদে ৫ নভেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে বহু প্রত্যাশিত খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে। সরকার ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫ কোটি টাকার Endowment তহবিল ছাড়পূর্বক ট্রাস্টের নামে একটি স্থায়ী আমানত করেছে।

১৫. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে ২২৪৪,০৭,০০.০০ টাকা এবং পরিচালন খাতে ২৭৮,৬০,৩২.০০ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়।

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়াবলি	পৃষ্ঠা
১.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১
	১ভূমিকা ও পরিচিতি ১.	১
	১ ২.রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)	১
	১ ৩.ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবলের বিবরণ	২
	১ ৪.আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা	৩
২.	মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি	৩
৩.	অনুবিভাগভিত্তিক কার্যাবলি	৪
	৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগ	৪
	৩.১.১ প্রশাসন অধিশাখা	৪
	৩.১.১.১ প্রশাসন-১ শাখার কার্যাবলি	৪
	৩.১.১.২ প্রশাসন-২ শাখার কার্যাবলি	৫
	৩.১.১.৩ সমন্বয় শাখার কার্যাবলি	৬
	৩.১.১.৪ সংস্কার শাখার কার্যাবলি	৬
	৩.১.১.৫ আইসিটি শাখার কার্যাবলি	৬
	৩.২ হজ অনুবিভাগ	৭
	৩.২.১ হজ অধিশাখা	৭
	৩.২.১.১ হজ-১ শাখা, হজ-২ শাখা ও ওমরাহ শাখার কার্যাবলি	৭-৮
	৩.৩ অনুদান ও বাজেট অনুবিভাগ	৯
	৩.৩.১ অনুদান শাখার কার্যাবলি	৯
	৩.৩.২ বাজেট শাখার কার্যাবলি	৯
	৩.৩.৩ হিসাব শাখার কার্যাবলি	১০
	৩.৩.৪ অডিট শাখার কার্যাবলি	১১
	৩৪. সংস্থা অনুবিভাগ	১১
	৩ সংস্থা অধিশাখা ১.৪.	১১
	৩সংস্থা ১.১.৪.-১ শাখার কার্যাবলি	১১
	৩.১.৪.২ সংস্থা-২ শাখার কার্যাবলি	১২
	৩.৪.১.৩ আইন শাখার কার্যাবলি	১২
	৩৫. উন্নয়ন অনুবিভাগ	১৩
	৩.৫.১ উন্নয়ন অধিশাখা	১৩
	৩পরিকল্পনা ১.১.৫.-১ শাখার কার্যাবলি	১৩
	৩পরিকল্পনা ২.১.৫.-২ শাখার কার্যাবলি	১৩
৪.	আইন ও অধ্যাদেশ	১৪
৫.	২০২১২২- অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে ২২৩৬ কোটি ১১ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যায়	১৫
	৫ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ১./সংস্থার ২০২১২-২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিবরণ	১৫
	৫ধর ২.্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০২১-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের বিবরণ	১৬
	৫.৩ ২০২১২০২-২ অর্থবছরের এডিপিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিম্নোক্ত ২০টি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প	১৬-১৯

	৫.৪ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী	২০
	৫ প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ১.৪.৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনম সংশোধিত১)) প্রকল্প	২০
	৫২.৪. মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমম পর্যায়৭)) প্রকল্প	২০
	৫.৪.৩ ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)	২১
	৫.৪.৪ প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (২য় পর্যায়)	২১
	৫৫.৪. ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	২২-২৭
৬.	২০২১২-২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি	২৮-৩৯
৭.	২০২১২-২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা	৪০
৮ .	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের বিবরণ	৪১
৯.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter)	৪২-৫৫
১০.	আওতাধীন দপ্তরসংস্থার কার্যক্রমের বিবরণ/	৫৫
	১০ ১.ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি	৫৫-৭৫
	১০ ২.বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়	৭৬-৮৪
	১০হজ অফিস ৩., ঢাকা	৮৫-৯০
	১০বাংলাদেশ হজ অফিস ৪., জেদ্দা	৯০-৯২
	১০হিন্দু ৫.ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	৯৩-১০২
	১০বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ৬.	১০৩-১০৮
	১০ খ্রিস্টান ধর্মীয় ৭.কল্যাণ ট্রাস্ট	১০৯-১১০
১১.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০২১২-২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ	১১১
	১১অর্থবছরের পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট ২২-২০২১ ১.	১১১
	১১২২-২০২১ পরিচালন বাজেট ২.	১১১
	১১.৩ উন্নয়ন বাজেট ২০২১-২০২২	১১১
১২.	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা	১১২
১৩.	তথ্য অধিকার আইনঅনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি ২০০৯ ,	১১২
১৪.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা এবং আওতাধীন দপ্তরসংস্থাসমূহের / ,প্রধানগণের নামঅফিস ও ফোন	১১৩-১১৪

১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.১ ভূমিকা ও পরিচিতি

ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শুরু হয়। অতঃপর ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ছিল। ২৫ জানুয়ারি, ১৯৮০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Religious Affairs) যাত্রা শুরু করে। বিগত ৮ মার্চ, ১৯৮৪ সালে মন্ত্রণালয়টির নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs and Endowment. পরবর্তী সময় ১৪ জানুয়ারি, ১৯৮৫ তারিখে উক্ত নাম পরিবর্তন করে পুণরায় মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs তথা 'ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়'।

১৯৮০ সালে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে 'ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়' সরকারের ধর্ম বিষয়ক সকল কার্যক্রম পরিচালনাসহ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয় করছে।

১.২ রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

রুপকল্প (Vision) : ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ।

অভিলক্ষ্য (Mission) : ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সকল ধর্মাবলম্বীদের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, ই-হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন, আন্ত ধর্মীয় সংলাপ, ধর্মীয় ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সকল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করা, আন্ত:ধর্মীয় সংহতি সুসংহত এবং সমঅধিকার ও সহমর্মিতা বিনির্মাণে দেশ ইতোমধ্যে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছে। সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য নানামুখী কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। ই-হজ ব্যবস্থাপনার আওতায় প্রথমবারের মত হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয় যা হজ ব্যবস্থাপনাকে আরও সহজ করেছে। হজ ফ্লাইটের তথ্য, মক্কা ও মদিনায় আবাসন, হজ এজেন্টসমূহের সৌদি আরবে ব্যাংক হিসাব খোলা, চিকিৎসা সেবায় কিওস্ক মেশিনের প্রবর্তনসহ প্রতিটি স্তরে ডিজিটাল পদ্ধতির সাহায্য নেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতাধীন "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক একটি প্রকল্প ২৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় একটি করে মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

১.৩ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবলের বিবরণ

ক্রম	মঞ্জুরিকৃত পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের গ্রেড	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
1.	সচিব	১	১	১	-	-
2.	অতিরিক্ত সচিব	২	১	৩	-	২ জন অতিরিক্ত
3.	যুগ্মসচিব	৩	৪	৩	১	-
4.	উপসচিব	৫	৮	৬	২	-
5.	সিস্টেমস এনালিস্ট	৫	১	১	-	-
6.	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব	৬-৯	১৪	১২	২	-
7.	সিনিয়র সহকারী প্রধান/ সহকারী প্রধান	৬-৯	২	-	২	-
8.	প্রোগ্রামার	৬	১	১	-	-
9.	সহকারী প্রোগ্রামার	৯	১	১	-	-
10.	সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	৯	১	১	-	-
11.	হিসাবরক্ষক কর্মকর্তা	৯	১	১	-	-
12.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০	১৪	১৩	১	-
13.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১০	১৪	৫	৯	-
14.	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১০	১	১	-	-
15.	হিসাবরক্ষক	১১	১	১	-	-
16.	কম্পিউটার অপারেটর	১৩	৫	৫	-	-
17.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৩	১০	১০	-	-
18.	ক্যাশিয়ার	১৪	১	১	-	-
19.	ডাটা এন্ট্রি কন্টোল অপারেটর	১৬	১	১	-	-
20.	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	৫	৪	১	-
21.	ক্যাশ সরকার	১৭	১	১	-	-
22.	ফটোকপি অপারেটর	১৭	১	১	-	-
23.	অফিস সহায়ক	২০	৩১	২৯	২	-
		সর্বমোট=	**১২০**	**১০২**	**২০**	**-**

১.৪ আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন
- বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়
- হজ অফিস, ঢাকা
- বাংলাদেশ হজ অফিস জেদ্দা, সৌদি আরব
- হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

২. মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Revised up to July 2014) অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১। ধর্ম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য আন্তর্জাতিক কর্মসূচি বিষয়ক কার্যক্রম;

২। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ধর্ম বিষয়ক সংস্থা এবং সভায় অংশগ্রহণ;

৩। ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রকাশনা উন্নয়ন;

৪। ধর্মীয় দাতব্য বিষয়াদি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ;

৫। ধর্ম বিষয়ক জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সহায়ক অনুদান প্রদান;

৬। ধর্মীয় সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ধর্মীয় কার্যাবলি বিষয়ক সকল বিষয়;

৭। জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, হজ প্রশাসন এবং তীর্থযাত্রা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৮। ওয়াকফ সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৯। চাঁদ দেখা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১০। গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন সংক্রান্ত বিষয়;

১১। ধর্ম বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, পরামর্শ-সভা, সেমিনার ইত্যাদি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ;

১২। বিদেশ হতে আগত ও বিদেশ গমণকারী ধর্মীয় প্রতিনিধিদল সংক্রান্ত বিষয়;

১৩। ইসলামিক সংহতি তহবিল সংক্রান্ত বিষয়;

১৪। অন্যান্য দেশের সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ক চুক্তি, সমঝোতাসহ যাবতীয় কার্যাদি;

১৫। বিশ্ব যুব মুসলিম সম্মেলন স্থায়ী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১৬। দাতব্য/কল্যাণ বিষয়াদি;

১৭। আর্থিক বিষয়াদিসহ সচিবালয় প্রশাসন;

১৮। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সাব-অফিস ও সংস্থাসমূহের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ;

১৯। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে লিঁয়াজো রক্ষা এবং মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের উপর অন্যান্য দেশ/বিশ্ব সংস্থার সাথে সমঝোতা ও চুক্তি সম্পাদন;

২০। মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত বিষয়াদির উপর সমুদয় আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়;

২১। মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত যে-কোন বিষয়ের উপর তদন্ত এবং পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিষয়;

২২। কোর্টে গৃহীত ফি বাদে এ মন্ত্রণালয়ের যে-কোন বিষয় সংক্রান্ত ফিসমূহ নির্ধারণ ও আদায় সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৩. অনুবিভাগভিত্তিক কার্যাবলি

৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগ

৩.১.১ প্রশাসন অধিশাখা

৩.১.১.১ প্রশাসন-১ শাখার কার্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ/পদ সৃষ্টি/ পদ সংরক্ষণ/পদ বিলুপ্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী।

২. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলী:

(ক) ১ থেকে ১০ নম্বর গ্রেডের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, যোগদান, পদায়ন, বদলী, অব্যাহতি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, এসি আর, পিআরএল, পেনশন, অর্জিত ছুটি (বহি: বাংলাদেশ ছুটি ও দেশের অভ্যন্তরের ছুটি) ও অন্যান্য ব্যক্তিগত কার্যাবলী;

(খ) ১১ থেকে ২০ নম্বর গ্রেডেরে কর্মচারীদের নিয়োগ, যোগদান, বদলী, পদোন্নতি, উচ্চতর গ্রেড (সিলেকশন গ্রেড/ টাইমস্কেল), সার্ভিস বুক হালনাগাদকরণ, এসিআর সংরক্ষণ, অর্জিত ছুটি (বহি: বাংলাদেশ ছুটি ও দেশের অভ্যন্তরে ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি), পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরিসহ যাবতীয় ব্যক্তিগত কার্যাবলী;

(গ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে অগ্রিম মঞ্জুরী (গৃহ নির্মান/মোটর সাইকেল অগ্রীম/কম্পিউটার ক্রয় অগ্রিম) এবং সাধারন ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরী/চূড়ান্ত উত্তোলন সংক্রান্ত কার্যাবলী;

(ঘ) কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের চাকুরী, বিভাগীয় মামলা ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;

৩. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/সচিব/অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণেরবিদেশ ভ্রমণের জি.ও. জারী এবং প্রটোকল সংক্রান্ত কার্যাবলী (সরকারি দায়িত্ব পালন/প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/ উচ্চতর অধ্যয়ন/ব্যক্তিগত কারণে) ।

৪. মন্ত্রণালয়ের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা নিয়োগ এবং ব্যাংকে পরিচালিত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চলতি হিসাব সমূহের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৫. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব বন্টন এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৬. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় প্রেষণে নিয়োগ/বদলীকৃত ১ম শ্রেণীর (ক্যাডার সার্ভিস) কর্মকর্তাগণের যোগদান, পদায়ন, বদলী, অব্যাহতি, পিআরএল, পেনশন, অর্জিত ছুটি (বহি: বাংলাদেশ ছুটি ও দেশের অভ্যন্তরের ছুটি) এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত কার্যাবলী;

৭. বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব এর কাউন্সিলর (হজ)/কনসাল (হজ)/উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক পদে কর্মকর্তা প্রেষণে নিয়োগ এবং স্থানীয় কর্মচারীদের প্রশাসনিক কার্যাবলী;

৮. হজ্জ অফিস, ঢাকার পদ সৃষ্টি/পদ আপগ্রেডেশন/নিয়োগ বিধি হালনাদকরণ ইত্যাদি প্রশাসনিক কার্যাবলী।

৯. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/সচিব/অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব/ উপ-সচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের প্রাধিকার অনুযায়ী স্টেশনারী পণ্য সামগ্রী ও আসবাবপত্র ক্রয়/সরবরাহ এবং ক্রয়কৃত স্টেশনারী পণ্যসামগ্রী/আসবাবপত্রের স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ।

১০. মন্ত্রণালয়ের ফটোকপিয়ার/ফ্যাক্স/কম্পিউটার ক্রয় এবং এ সংক্রান্ত টোনার/যন্ত্রাংশ ক্রয়/মেরামত, সরবরাহ এবং স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ।

১১. মন্ত্রণালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের লিভারিজ প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৩.১.১.২ প্রশাসন-২ শাখার কার্যাবলি

- মন্ত্রীসহকারী /সিনিয়র সহকারী সচিব/উপসচিব /যুগ্মসচিব/অতিরিক্ত সচিব/সচিব/উপমন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের /সহকারী প্রধান/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সচিব প্রাধিকারঅনুযায়ী স্টেশনারি পণ্য সামগ্রী ও আসবাবপত্র ক্রয়সরবরাহ এবং ক্রয়কৃত স্টেশনারী / আসবাবপত্রের স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ/পণ্যসামগ্রী;
- বিভিন্ন দপ্তরস্টেশনা/শাখার চাহিদার প্রেক্ষিতে বিজি প্রেস হতে বিভিন্ন ফরম ছাপানো/রি পণ্যসামগ্রী সংগ্রহস্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ এবং বিতরণ ,স্টোররুমে সংরক্ষণ ,;
- মন্ত্রণালয়ের ফটোকপিয়ার ,মেরামত/যন্ত্রাংশ ক্রয়/কম্পিউটার ক্রয় এবং এ সংক্রান্ত টোনার/ফ্যাক্স/ সরবরাহ এবং স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ;
- ব্যবহার অনুপোযোগী আসবাবপত্র/ফ্যাক্স/ফটোকপিয়ার/কম্পিউটার এবং এ সংক্রান্ত টোনারযন্ত্রাংশ / ইত্যাদি অকেজো ঘোষণাকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মন্ত্রণালয়ের ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের লিভারিজ প্রদান;
- মন্ত্রণালয়ের ১০, ১১ থেকে ২০ তম গ্রেডের কর্মকর্তাকর্মচারীদের অনুকূলে মন্ত্রণালয়ের কোটাভুক্ত / বাসা বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিকআবাসিক টেলিফোন মঞ্জু/রিসংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও / টেলিফোনের খাত পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মাননীয় মন্ত্রীলাইব্রে/যুগ্মসচিবগণের প্রাধিকারভুক্ত ,অতিরিক্ত সচিব ,সচিব ,রির পত্রিকার বিল পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মন্ত্রণালয়ের যানবাহন ক্রয়জ্বালানি/মেরামত/ বিল পরিশোধঅকেজো ঘোষিত /অকেজো ঘোষণা/ যানবাহন বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তরঅস্থায়ী প্রবেশপত্র ইস্যু সংক্রান্ত /কর্মচারীদের স্থায়ী/সংস্থার কর্মকর্তা/ ;কার্যাবলি
- মন্ত্রণালয় ও অওতাধীন দপ্তরসংস্থার যানবাহনের স্টিকার সংক্রান্ত কার্য/;
- মন্ত্রণালয়ের অফিসের জন্য স্থান বরাদ্দ ও অফিস কক্ষসমূহের পূর্ত কাজ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
- মন্ত্রণালয়ের করিডোরের শোভাবর্ধন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি-

স্ট্যাম্প (ক)ক্রয়ব্যবহার এবং স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ ,;
চিঠিপত্র বিলি বন্টন ও তদারকি (খ);
অন্যান্য। (গ)

- জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসব পালন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য;
- বিদেশী মিশনারীগণের M ক্যাটাগরির ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
- লাইব্রেরি রক্ষণাবেক্ষণ।

৩.১.১.৩ সমন্বয় শাখার কার্যাবলি

১. জাতীয় সংসদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
২. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা/চাহিদা অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে মতামত/প্রতিবেদন প্রেরণ;
৩. মাসিক সমন্বয় সভা ও বিভিন্ন বিষয়ক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৪. মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল সংক্রান্ত কাজ;
৫. জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসব পালন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য;
৬. বিদেশী মিশনারিগণের M ক্যাটাগরির ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য;
৭. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্য।

৩.১.১.৪ সংস্কার শাখার কার্যাবলী

১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS), ইনোভেশন (Innovation), অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত (GRS) এবং তথ্য অধিকার আইন (RTI) সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য;
২. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) এবং ইনোভেশন (Innovation) সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত সভা/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/প্রশিক্ষণে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ/মনোনয়ন প্রদান;
৪. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিষয়ের ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ ও প্রেরণ।
৫. ই-ফাইলিং ও ই-জিপি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;
৬. মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন ও ষান্মাসিক বুকলেট প্রস্তুত ও প্রচার;
৭. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্য।

৩.১.১.৫ আইসিটি শাখার কার্যাবলি

- আইসিটি বিষয়ক পত্রাদি গ্রহণ ও প্রেরণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- আইসিটি সংক্রান্ত কাজে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;
- তথ্য বাতায়ন ব্যবস্থাপনা, কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও হালনাগাদকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্ভার ও নেটওয়ার্ক পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
- ইন্টারনেট, ডাটা কানেক্টিভিটি, ডাটা শেয়ারিং বিষয়ক সেবা প্রদান;
- ই-হজ ব্যবস্থাপনা ও অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/শাখায় ব্যবহৃত কম্পিউটার সামগ্রীর ট্রাবল-শ্যুটিং ও সিস্টেম সাপোর্ট;
- প্রোগ্রাম প্রণয়ন, ডেটাবেইজ তৈরি ও ব্যবহার;

- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিতে আইসিটি বিষয়ে পরামর্শ/সহায়তা প্রদান;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মন্ত্রণালয়ের ই;জিপি সংক্রান্ত কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান-নথি ও ই-
- কম্পিউটার সামগ্রী, কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয়ে মতামত ও পরামর্শ প্রদান;
- মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় সাধন;
- সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার ও হালনাগাদকরণ;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন এবং সংস্কার ও সুশাসনমূলক কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান।

৩.২ হজ অনুবিভাগ

৩.২.১ হজ অধিশাখা

৩.২.১.১ হজ-১ শাখা, হজ-২ শাখা ও ওমরাহ শাখার কার্যাবলি

(ক) হজ-১ শাখার কার্যাবলী:

- হজযাত্রী রিফান্ড, প্রতিস্থাপন, স্থানান্তর ও আর্কাইভকরণ;
- হজ ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকরণ;
- সরকারি হজযাত্রীদের বাড়িভাড়াকরণ ও অর্থ প্রেরণ সংক্রান্ত;
- সরকারি হজযাত্রীদের বাড়িভাড়াকরণ ও অর্থ প্রেরণ সংক্রান্ত;
- হজযাত্রীদের অর্থ ফেরত প্রদান সংক্রান্ত;
- নিয়োগ (আইটি বিষয়ক কার্যাবলী এবং মৌসুমী হজ অফিসার+ মালামাল পরিবহন সংক্রান্ত ইত্যাদি) টিকেটিং সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম এজেন্সি;
- পদ সংরক্ষণ (মৌসুমী);
- সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের বাড়ি ভাড়া কমিটি গঠন;
- হজ প্রতিনিধি দল+ হজ প্রশাসনিক দল+ কারিগরি দল গঠন সংক্রান্ত কাজ;
- হজ সংক্রান্ত দ্রব্য সামগ্রী ছাপানো, সংগ্রহ এবং সৌদি আরবে প্রেরণ (মেডিকেল/ট্রিটমেন্ট কার্ড/রুম স্টিকার/হাউজ স্টিকার/পতাকা ও জার্সি);
- হজযাত্রীদের ইলেকট্রনিক হেলথ প্রোফাইল;
- দ্বি-পাক্ষিক হজ চুক্তি;
- সকল প্রকার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত;
- আইটি প্রতিষ্ঠানের বিল পরিশোধ;
- হজ শাখা কর্তৃক পরিচালিত ব্যাংকের কার্যক্রম;
- হজ নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যক্রম ও এজেন্সি ভিত্তিক হজযাত্রীর সংখ্যা ও মোনাজ্জেমদের তথ্য সৌদি ই-হজ সিস্টেমে রেজিস্ট্রেশন;
- এজেন্সি ভিত্তিক তথ্য সৌদি আরবে প্রেরণ;
- হজ আইন প্রণয়ন;

- পর্যালোচনা, ফিডব্যাক, হজ সেমিনার;
- হজ অফিস, জেদ্দার বিবিধ কার্যক্রম;
- এছাড়া সময়ে সময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা প্রতিপালন;

(খ) **হজ-২ শাখার কার্যাবলী:**

- সমন্বয় সভা সংক্রান্ত (প্রশাসন শাখার যাবতীয় চাহিদা/তথ্য);
- জাতীয় সংসদ+স্থায়ী কমিটি+মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিত জবাব+ মাসিক রিপোর্ট+তথ্য প্রদান;
- হজ লাইসেন্স সংক্রান্ত (নিয়োগ+নবায়ন+বাতিলকরণ+ঠিকানা পরিবর্তন+এফ.ডি.আর. পরিবর্তন+ একক মালিকানা থেকে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর + ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে;
- সহায়ক দল+হজ চিকিৎসক দল গঠন সংক্রান্ত কাজ;
- পদ সংরক্ষণ (হজ অফিস, ঢাকা);
- এজেন্সিসমূহের ক্রাইটেরিয়া + র‍্যাংকিং;
- ব্যাংকসমূহের তালিকা প্রকাশ;
- অনুমোদিত ব্যাংকসমূহের সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের MoU/চুক্তি স্বাক্ষর;
- এজেন্সির ডাটাবেইজ;
- বৈধ হজ এজেন্সির তালিকা প্রকাশ;
- হজ গাইড নিয়োগ, হজ গাইডদের পোষাক ও এ সংক্রান্ত কার্যকম;
- হজ এজেন্সিজ এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) সংক্রান্ত;
- হজ অফিস, ঢাকার যাবতীয় কাজ;
- হজ অফিস, ঢাকার কন্ট্রোল রুম;
- এছাড়া সময়ে সময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা প্রতিপালন;

(গ) হজ-৩ (ওমরাহ) শাখার কার্যাবলী:

- ওমরাহ লাইসেন্স সংক্রান্ত (নিয়োগ+নবায়ন+ বাতিলকরণ+ঠিকানা পরিবর্তন+এফ.ডি.আর. পরিবর্তন+ একক মালিকানা থেকে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর +অফিস ঠিকানা পরিবর্তন+ ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু+ওমরাহ এজেন্সির কাগজপত্র সত্যায়ন) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে;
- ওমরাহ এজেন্সির তালিকা প্রকাশ;
- হজ ও ওমরাহ এজেন্সির অভিযোগ, রিভিউ ও শাস্তি;
- হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত মামলা+রীট+আপীল;
- অভিযোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত (GRS);
- রাজস্ব বাজেট সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ক্রয় সংক্রান্ত সকল কাজ;
- হজ শাখার স্টেশনারী সামগ্রী/কমন সার্ভিস সংক্রান্ত;
- সকল প্রকার খরচের বিল পরিশোধ সংক্রান্ত;
- হজ পুস্তিকা প্রকাশ/ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ;
- বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা, আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা + বিমানের সকল সভা;
- রাজস্ব বরাদ্দ সংক্রান্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- রাষ্ট্রীয় খরচে হজযাত্রী প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- হজ-১ ও ২ শাখায় বর্ণিত বিদেশ ভ্রমণ ব্যতিত অন্যান্য বিদেশ ভ্রমণ/ট্যুর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এছাড়া সময়ে সময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা প্রতিপালন

৩.৩ অনুদান ও বাজেট অনুবিভাগ

৩.৩ অনুদান শাখার কার্যাবলি ১.

১. মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং দুস্থদের অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে নির্ধারিত ফরম বিজি প্রেসের মাধ্যমে ছাপানো কার্যক্রম:
২. মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ও খ্রিস্টান ধর্ম বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এবং মুসলিম ও হিন্দু দুস্থদের অনুদান মঞ্জুরীর লক্ষ্যে ফরম বিতরণ/সংগ্রহ;
৩. মাননীয় সংসদ সদস্যের সুপারিশে মসজিদ ও মন্দিরে অনুদান মঞ্জুরীর লক্ষ্যে G2P পদ্ধতিতে সরাসরি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে অনুদান প্রদানের নিমিত্ত্ব মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর ডিও পত্রসহ নির্ধারিত ফরম মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিকট প্রেরণ এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুদান প্রদান;
৪. প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের পর অনুমোদিত আবেদনের তথ্য iBAS++ সিস্টেমে Entry, Approve, Bill preparation, Bill Submission ও জিও জারীকরণ;
৫. বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে G2P পদ্ধতিতে সরাসরি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে অনুদান প্রেরণ;
৬. দুস্থ মুসলিম ও দুস্থ হিন্দু ব্যক্তির অনুকূলে G2P পদ্ধতিতে সরাসরি ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবে অনুদান প্রেরণ;
৭. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/দুস্থদের Return EFT পুনরায় প্রয়োজনীয় Correction, Approve, Re-submission ও Re- transmission পূর্বক অনুদান পুন:প্রেরণ;
৮. বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রতি কোয়ার্টারের শেষে বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন;
৯. জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক অনুদান প্রদান বিষয়ক তথ্যাদি প্রেরণ;
১০. অনুদান শাখা সংশ্লিষ্ট অডিট আপত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
১১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ((APA) ও যাবতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;
১২. সময়ে সময়ে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

৩.৩.২ বাজেট শাখার কার্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়ের বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী নীতি এবং পরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ ;
২. মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ ;
৩. সচিবালয় এবং অধিনস্থ দপ্তর /সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা নির্ধারণ ;
৪. রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত ও সকল তথ্য আই-বাস++ এ এন্ট্রি ;
৫. রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়ন/পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ;
৬. আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan)-সহ মন্ত্রণালয় এবং অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন ;
৭. রাজস্ব আহরণ ও অর্থ ছাড়সহ বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
৮. পরিকল্পনা/উন্নয়ন অনুবিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা ;

৯. প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
১০. অর্থ বিভাগ প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ;
১১. পুনঃউপযোজনসহ মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ;
১২. অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব (প্রয়োজন হলে) পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;
১৩. অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা ;
১৪. বিভাগীয় হিসাবের (Departmental Accounts) সাথে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সংগতিসাধন ;
১৫. মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ ;
১৬. সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (PAC) এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ;
১৭. বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা ;
১৮. বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি, বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রেরণ নিশ্চিতকরণ ;
১৯. আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার/উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন ;
২০. আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ;
২১. বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক, ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা ;
২২. নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উপসনালয়ের মাসিক ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ এবং মাসিক ২০,০০০ (বিশ হাজার) গ্যলন পানির বিলে রেয়াত প্রদান ;
২৩. ওআইসিভুক্ত প্রতিষ্ঠান International Islamic Fiqah Academy (IIFA) এবং Islamic Solidarity Fund (ISF) এ বাৎসরিক চাঁদা প্রদান ; এবং
২৪. বাজেট প্রণয়ন,বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

৩.৩.৩ হিসাব শাখার কার্যাবলি

- সকল কর্মচারীর বেতন ভাতাদি ও অন্যান্য ভাতার বিল প্রস্তুতকরণ ও সিঅফিসে প্রেরণ .ও .এ .;
- সৌদি আরবে হজ কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন দলের ,চিকিৎসক ,প্রশাসনিক ,প্রতিনিধি) (সহায়তাকারী ও রাষ্ট্রীয় খরচে হজ ,টেকনিক্যালসদস্যদের টিএবাবদ অগ্রিম প্রদানের বিল ডিএ/ প্রস্তুতকরণ ও অগ্রিমের সমন্বয়;
- মন্ত্রণালয়ের ৯ম থেকে তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন বিলের আর্থিক জিও জারীঅফিসে প্রেরণ ও সমন্বয় .ও .এ .বিল প্রস্তুত করে সি ,;
- অনুদানের চেক ইস্যু ও প্রেরণ ,অনুদানের ব্যাংক হিসাবের ক্যাশ বই সংরক্ষণ (দুঃস্থ মুসলিম ও হিন্দু) ও অনুদানের বিল প্রস্তুত সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- সরবরাহ ও সেবাঅবসর ভাতা ও আনু ,মেরামত ও সংরক্ষণ ,তোষিকসরকারি ,ক্রয়/সম্পদ সংগ্রহ , কর্মচারীদের জন্য ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের বিল প্রস্তুতকরণ এবং সিঅফিসে প্রেরণ .ও .এ.;

- হজ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সময় সৌদি আরবসহ অন্যান্য দেশে ভ্রমণের বিল প্রস্তুতকরণ ও সমন্বয়;
- মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশের বাহিরে হজ বাবদ আয় ও ব্যয়ের ক্যাশ বই সংরক্ষণ;
- বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/জেদ্দা/মদিনার কাউন্সেলর (হজ), কনসাল (হজ) ও মৌসুমী হজ অফিসারদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার জন্য অডিট টিম গঠন, প্রেরণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- নন গেজেটেড কর্মচারীদের ছুটির হিসাব ও বেতন নির্ধারণী প্রস্তুত;
- সচিবালয়ের বাজেট প্রস্তুতকরণ;
- ত্রৈমাসিক ব্যয় প্রতিবেদন প্রস্তুত;
- সিসংগতি সাধন ও অফিসের সাথে মন্ত্রণালয়ের মাসিক হিসাবের.এ.;
- বাজেট ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- হিসাব সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় কাজ।

৩.৩.৪ অডিট শাখার কার্যাবলি

১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রেরণ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র প্রাপ্তির পর সভা আহবান এবং কার্যবিবরণী প্রাপ্তির পর সুপারিশসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ ;
২. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখাসমূহের অভ্যন্তরীণ অডিটকরণ ;
৩. দেবোত্তর সম্পত্তির তথ্য সংগ্রহ এবং প্রচলিত আইন/নিয়ম অনুযায়ী দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ/ ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
৪. বেহাত হওয়া দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
৫. অডিট সেল গঠন সংক্রান্ত ;
৬. অডিট ও দেবোত্তর শাখার বিবিধ বিষয়।

৩.৪ সংস্থা অনুবিভাগ

৩.৪.১ সংস্থা অধিশাখা

৩.৪.১.১ সংস্থা-১ শাখার কার্যাবলি

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, যাকাত বোর্ড, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যান ট্রাস্ট, ইসলামিক মিশনের জন্য বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন মঞ্জুর ও অর্থ অবমুক্তি;
২. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গর্ভনস গঠন;
৩. যাকাত বোর্ড গঠন, ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন;
৪. ৬ষ্ঠ গ্রেড হতে তদুর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত;
৫. সৌদি আরব-বাংলাদেশ যৌথ কমিশন সংক্রান্ত;
৬. ধর্মীয় পর্বের ছুটি তালিকা;
৭. বায়তুল মোকাররম মসজিদ মার্কেট সংক্রান্ত;
৮. চাঁদ দেখা সম্পর্কিত কার্যাবলি;
৯. সচিবালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;
১০. মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বৃত্তি সংক্রান্ত কার্যবলি;
১১. আন্তর্জাতিক ক্বেরাত প্রতিযোগিতা;
১২. ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যাবলি;
১৩. বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে মতামত প্রদান;

১৪. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি;
১৫. ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ বিভাজন ও অবমুক্তি;
১৬. হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড গঠন;
১৭. দূর্গাপূজা উদ্যাপনে প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণ তহবিল হতে অনুদান মঞ্জুর প্রসংগে;
১৮. হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে বাজেটে বরাদ্ধকৃত অর্থ বিভাজন ও ছাড়করণ সংক্রান্ত;
১৯. বৌদ্ধ পূর্নিমা উদ্যাপন ও বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে অর্থ মঞ্জুর;
২০. কঠিন চিবরদান উৎসব ও প্রবাবনা উৎসাব উদ্যাপন এবং এ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে অনুদান মঞ্জুর;
২১. খ্রিস্টান ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে বৈদেশিক সংগঠনের সাথে যোগাযোগ;
২২. শুভ বড় দিন উদ্যাপন ও শুভ বড় দিন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে অর্থ অনুমোদন ও মঞ্জুর;
২৩. শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে অর্থ অনুমোদন ও মঞ্জুর।

৩.৪.১.২ সংস্থা-২ শাখার কার্যাবলি

১. ওয়াক্ফ এস্টেট সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যাবলি;
২. ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের নিয়োগ বিধি প্রণয়ন, সংশোধন, পদসৃজন,অর্গানোগ্রাম অনুমোদন সংক্রান্ত;
৩. ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত;
৪. হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের নিয়োগ বিধি প্রণয়ন, সংশোধন, পদসৃজন, নিয়োগ, অর্গানোগ্রাম অনুমোদন সংক্রান্ত;
৫. দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
৬. বিদেশ হতে মূর্তি আনয়ন ও বিদেশে মূর্তি প্রেরণ সংক্রান্ত;
৭. হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালন সংক্রান্ত বিষয়াদি;
৮. হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় বিবিধ কার্যাবলি;
৯. বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বাজেট বরাদ্দ,অর্থ বিভাজন ও অবমুক্তি;
১০. হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড গঠন সংক্রান্ত;
১১. শারদীয় দুর্গাপূজা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, কঠিন চীবরদান উৎসব এবং শুভ বড়দিন উদযাপনে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও তহবিল হতে অনুদান মঞ্জুর সংক্রান্ত;
১২. হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণ;
১৩. হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের তীর্থ যাত্রা সংক্রান্ত।

৩.৪.১.৩ আইন শাখার কার্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়ের মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য
২. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার প্যানেল আইনজীবীদের সাথে সমন্বয় সাধন;
৩. এটর্নি জেনারেল অফিসের সাথে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক যোগাযোগ;
৪. আইন, বিধি, অধ্যাদেশ ও নীতিমালার উপর মতামত প্রদান;
৫. আইন সংক্রান্ত বিবিধ কার্য;
৬. মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর সংস্থার বিদ্যমান/অর্ডিন্যান্স আইনে রূপান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৭. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্য।

৩.৫ উন্নয়ন অনুবিভাগ

৩.৫.১ উন্নয়ন অধিশাখা

৩.৫.১.১ পরিকল্পনা- ১ শাখার কার্যাবলি

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অননুমোদিত নতুনসংশোধিত অননুমোদিত / ;প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি
- নতুন প্রকল্প প্রস্তাবের এ্যাপ্রাইজাল যাচাই ,কমিটির কর্মপত্র প্রণয়ন ও সভা আহবান;
- যাচাই কমিটির সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের জন্য অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ;
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি , ;জনবল নিয়োগ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ
- অননুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থছাড় সংক্রান্ত;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সংক্রান্ত;
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অনুমোদিত প্রকল্পের অগ্রগতি তদারকিপরিদর্শন , ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যাবলি;
- মসজিদবিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের বিষয়/ সম্পর্কিত কার্যাবলি;
- প্রকল্প সংক্রান্ত মতামত প্রদান এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ;
- মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান এবং প্রশাসন শাখা কর্তৃক যাচিত বিভিন্ন তথ্য প্রেরণ;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ;সম্পর্কিত কার্যাবলি (এপিএ)
- মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট নির্ধারণের বাজেট শাখা ;কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান-
- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগমহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কার্য , ;সম্পাদন
- বিভিন্ন কর্মসূচি অনুমোদন;
- পঞ্চপ্রেক্ষিত ,বার্ষিক পরিকল্পনা-দ্বি ,বার্ষিক পরিকল্পনা- পরিকল্পনাএসডিজি ইত্যাদি পরিকল্পনা , শাখার সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা ২-দলিল প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়পরিকল্পনা ,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ , মন্ত্রণালয়অর্থ বিভাগ ও আইএমইডি কর্ ,তৃক যাচিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের SDG সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৩.৫.১.২ পরিকল্পনা- ২ শাখার কার্যাবলি

- বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসনখ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ,বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ,ঢাকা হজ অফিস , ও মন্ত্রণালয়েরঅননুমোদিত নতুনসংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত / ;কার্যাবলি
- নতুন প্রকল্প প্রস্তাবের এ্যাপ্রাইজাল যাচাই;কমিটির কর্মপত্র প্রণয়ন ও সভা আহবান ,
- যাচাই কমিটির সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের জন্য অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ;

- বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসনখ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ,বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ,ঢাকা হজ অফিস , জনবল নিয়োগ ,ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ;
- অনুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থছাড় সংক্রান্ত;
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহের মনিটরিং এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ;
- বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসনখ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ,বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ,ঢাকা হজ অফিস , ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত প্রকল্পের অগ্রগতি তদারকি ,পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যাবলি;
- মহান জাতীয় সংসদ সংক্রান্ত সকল কার্যের প্রশ্নোত্তর প্রদান;
- মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন;
- পঞ্চএসডিজি ইত্যাদি পরিকল্পনা ,প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ,বার্ষিক পরিকল্পনা-দ্বি ,বার্ষিক পরিকল্পনা-দলিল প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনাশাখার সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা ১-;
- মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা আহবান;সভার কার্যাবিবরণী প্রণয়ন ও জারি ,সভার কর্মপত্র প্রণয়ন ,
- উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সমাপ্ত প্রতিবেদন সংক্রান্ত;
- উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত রিপোর্টসমূহ প্রদান এবং এনইসি একনেক/সম্পর্কিত সকল কাজ;
- প্রকল্পসমূহের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ;
- প্রকল্পসমূহের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ।

৪। আইন ও অধ্যাদেশ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রয়োগযোগ্য আইন/অধ্যাদেশ নিম্নরূপ:

- The Mussalman Wakf Validating Act, 1913 (Act No. VI of 1913);
- Wakf Validating Act, 1930 (Act. No. xxxii of 1930);
- The Waqfs Ordinance, 1962;
- The Islamic Foundation Act, 1975;
- The Zakat Fund Ordinence, 1982;
- The Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, 1986;
- The Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983;
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮;
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮;
- ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৫৬নং আইন);
- ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫নং আইন)।

উপর্যুক্ত আইনগুলো ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের www.mora.gov.bd আপলোড করা আছে এবং উক্ত ওয়েবসাইট থেকে যে কেউ ডাউনলোড করতে পারবেন।

Islamic Foundation (Amendment) Act, 2013.

চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স এর ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর ন্যস্ত করার লক্ষ্যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে গৃহীত হওয়ার পর আইনটি ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। আইনটি ২০১৩ সালের ১০ নং আইন।

৫. ২০২১-২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি

৫.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ২২৩৬ কোটি ১১ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	২০২১-২২ অর্থবছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
	ইসলামিক ফাউন্ডেশন		
১.	প্রতিটি জেলা ও উপজেলার একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৪	১৪৬২২২.০০
২.	মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৭ম পর্যায় প্রকল্প	জানুয়ারি, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪	৫৫০০১.০০
৩.	সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং বায়তুল মোকারম ডায়াগনস্টিক সেন্টার শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	ডিসেম্বর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২	১৪০০.০০
৪.	গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩	৬৫৫.০০
৫.	হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম প্রকল্প	জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩	১০১০.০০
৬.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় নতুন মেশিনারীজ সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ প্রকল্প	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩	১৫৫৮.০০
৭.	মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ-৩য় পর্যায় প্রকল্প	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪	৮০০.০০
	ইসলামিক ফাউন্ডেশন (নিজস্ব অর্থায়ন)		
৮.	ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-৩য় পর্যায় প্রকল্প	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩	৯২৭.০০
	হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট		
৯.	সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প	মার্চ, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২২	১৪৬৬৮.০০

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	২০২১-২২ অর্থবছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
	ইসলামিক ফাউন্ডেশন		
১০.	ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩	১৭২৩.০০
	বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট		
১১.	প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১	১৪৯.০০
	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়		
১২.	ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩	৪২৫.০০

৫.২ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
১.	শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে গাড়ী পার্কিংসহ একটি বহুমুখী সেবাকেন্দ্র নির্মাণ কর্মসূচি	জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩	৫৯৬.০০
২.	লালাবাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ পুনঃনির্মাণ কর্মসূচি	মার্চ, ২০২১ হতে জুন, ২০২২	২০০.০০

৫.৩ ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিম্নোক্ত ২৭টি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প:

সংস্থা	ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন	০১.	দারুল আরকাম ইবতেদায়ি মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনা প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২২-ডিসেম্বর ২০২৬)	০১/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
	০২.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম শক্তিশালীকরণ ও আরবি ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২২-ডিসেম্বর ২০২৫)	প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার লক্ষ্যে EoI প্রস্তুত করা হয়েছে।
	০৩.	জামালপুর জেলায় ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

সংস্থা	ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের পর্যায়
		কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)	
	০৪.	জলঢাকা, নীলফামারী ও ইসলামপুর, জামালপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
	০৫.	কুমিল্লা (মডেল) ও ময়মনসিংহ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২)	অনুমোদনের লক্ষ্যে ডিপিপি ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
	০৬.	ইসলামিক মিশন কেন্দ্র-বাবুগঞ্জ (বরিশাল), বড়কাপন (মৌলভীবাজার), তিতাস (কুমিল্লা), জোকা (মাগুড়া), মধুপুর (কুষ্টিয়া), নকলা (শেরপুর), নাইক্ষ্যাংছড়ি (বান্দরবান) এবং বোরহান উদ্দিন (ভোলা) স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া গেছে।
	০৭.	**বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যমান মসজিদ, কবরস্থান ও ঈদগাহ উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প** (জানুয়ারি ২০২২-ডিসেম্বর ২০২৪)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া গেছে।
	০৮.	বিদ্যমান ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির সংস্কার ও অবকাঠামোগত সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
	০৯.	বায়তুল মোকাররম মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে মিনার নির্মাণ, অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ ও সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩)	নকশা ও ব্যয় প্রাক্কলনের জন্য কমিটি গঠনের আদেশ মন্ত্রণালয় হতে করা হয়েছে।
	১০.	জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে অংশীজনগণের সঙ্গে সভা করে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রামকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। করোনা পরিস্থিতির কারণে বিষয়টির কোন অগ্রগতি হয়নি।
	১১.	বাংলাদেশের প্রত্যেক উপজেলায় ইসলামিক মিশনের সেবা কার্যক্রম (ইবতেদায়ি শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা এবং দারিদ্র বিমোচন) সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৪)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
	১২.	টিপু সুলতান রোডে মডেল হিফজখানা স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

সংস্থা	ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের পর্যায়
	১৩.	আন্দরকিল্লাহ শাহী জামে মসজিদ পূণ:নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩)	EOI ও TOR অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের স্থাপত্যনকশাপ্রণয়নকল্পে EOI-তে অংশগ্রহণকারী পরামর্শকদের প্রস্তাব ও মডেল বাছাই এর নিমিত্ত ১৯ মে ২০২০ তারিখে একটি জুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। EOI সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশেষ তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্ণরসের অনুমোদন গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
	১৪.	দেশের সকল মসজিদ, মসজিদের খতিব, ইমাম ও ধর্মীয় নেতাদের হালনাগাদ তথ্যাদির ডাটাবেইজ সফটওয়ার তৈরি ও পরিচালনা প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২২-ডিসেম্বর ২০২৪)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া গেছে।
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	১৫.	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্প (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬)	১৪/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
	১৬.	সমগ্র দেশে ঐতিহ্যবাহী মন্দির, তীর্থস্থান ও পীঠস্থান উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
	১৭.	মন্দিরভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন, ধর্ম চর্চা ও ডিজিটাল তথ্য সেবার মাধ্যমে আত্ম-উন্নয়ন (জানুয়ারি ২০২২-ডিসেম্বর ২০২৪)	যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
	১৮.	দেশের সকল সনাতনধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের পুরোহিত, পূজারী ও পরিচালনা কমিটির তথ্যাদি হালনাগাদকরণের ডাটাবেইজ সফটওয়ার তৈরি ও পরিচালনা (জানুয়ারি ২০২২-ডিসেম্বর ২০২৪)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া গেছে ।
	১৯.	মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পরিবেশবান্ধব শ্মশান নির্মাণ প্রকল্প (জুন ২০২২-জুন ২০২৪)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
	২০.	মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মন্দির ও বহুমুখী সেবাকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (এপ্রিল ২০২২-মার্চ ২০২৫)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
	২১.	দেশের সকল সনাতনধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের পুরোহিত, পূজারী ও পরিচালনা কমিটির তথ্যাদি হালনাগাদকরণের ডাটাবেইজ সফটওয়ার তৈরি ও পরিচালনা প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া গেছে ।

সংস্থা	ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের পর্যায়
		(জানুয়ারি ২০২২-ডিসেম্বর ২০২৪)	
বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	২২.	লুম্বিনী কনজারভেশন এলাকায় বাংলাদেশ প্যাগোডা ও বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প (মার্চ ২০২২-ফেব্রুয়ারি ২০২৫)	অনুমোদনের লক্ষ্যে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
	২৩.	প্যাগোডাভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৩য় পর্যায় প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২২-ডিসেম্বর ২০২৪)	অনুমোদনের লক্ষ্যে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
	২৪.	বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের ভিক্ষু ও পরিচালনা কমিটির তথ্যাদি হালনাগাদকরণ এবং ট্রাস্টের ফইন্যানশিয়াল ইনফরমেশন সিস্টেম (টালি) ডাটাবেইজ সফটওয়ার তৈরি ও পরিচালনা (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া গেছে।
	২৫.	প্যাগোডা ভিত্তিক মডেল পাঠাগার ও বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩)	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।
খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	২৬.	বাংলাদেশের সকল খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের পালক-পুরোহিত ও পরিচালনা কমিটির তথ্যাদি হালনাগাদকরণ এবং ট্রাস্টের ফাইন্যানশিয়াল ইনফরমেশন সিস্টেম (টালি) ডাটাবেইজ সফটওয়ার তৈরি ও পরিচালনা (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া গেছে।
বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়	২৭.	২০ তলা ভিত বিশিষ্ট ওয়াকফ ভবনের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্নকরণ প্রকল্প (ফেব্রুয়ারি ২০২২-জানুয়ারি ২০২৩)	০৭/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৫.৪ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

৫.৪.১ ''প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)'' প্রকল্প:

"প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৬/০৬/২০১৮ তারিখে সম্পূর্ণ জিওবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির ২য় সংশোধন ০৭.১২.২০২১ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

এ পর্যন্ত ৫২৩টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ৫১৪টি মসজিদের জন্য NOA/কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৪৩৮টি মসজিদের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মধ্যে ৫০টির কাজ সম্পন্ন হওয়ায় গত ১০ জুন ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় নির্মাণাধীন ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মধ্যে মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রথম পর্যায়ে ৫০টি মডেল মজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র শুভ উদ্বোধন করেছেন। উক্ত মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহ সারা দেশে ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির যথাযথ বিকাশে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

৫.৪.২ **''মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়)'' প্রকল্প**

''মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম'' প্রকল্প ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর অন্যতম গুরুত্বপূণ একটি বৃহৎ প্রকল্প। জানুয়ারি/১৯৯৩ থেকে শুরু হয়ে ধারাবাহিকভাবে ৭ম পর্যায়ে চলমান রয়েছে। বর্তমানে "মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম" প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের মসজিদের ইমামগণ মসজিদ কেন্দ্রে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদেরকে বাংলা, অংক, ইংরেজি, আরবি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দানের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট ১০ বছরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় প্রাক-প্রথমিক শিক্ষাস্তরে ৬৪ লক্ষ ২০ হাজার, সহজ কুরআন শিক্ষাস্তরে ৪৯ লক্ষ ৪৯ হাজার এবং বয়স্ক শিক্ষাস্তরে ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৮০০ জন শিক্ষার্থীকে সাক্ষরতার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রকল্পের নব্য ও স্বল্প শিক্ষাপ্রাপ্তদের জন্য জীবনব্যাপী (অব্যাহত) শিক্ষা চর্চা ও বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্য সারাদেশে ২০৫০টি রিসোর্স সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে।

গত ৩০/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৬ষ্ঠ পর্যায়) প্রকল্প অনুমোদনকালে প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে ‘‘বাংলাদেশের যে সকল এলাকায় স্কুল নেই সেখানে এ প্রকল্পের আওতায় মসজিদভিত্তিক শিক্ষায় অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে’’ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যারা দেশে মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় প্রত্যন্ত অঞ্চল, হাওড়-বাওড়, দ্বীপ ও চরাঞ্চল এবং নদী-ভাঙ্গন এলাকাসমূহের মধ্যে যেখানে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসব অঞ্চল/এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য প্রত্যেক উপজেলায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি ২টি করে মোট ১০১০ টি ‘‘এবতেদায়ী মাদ্রাসাভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয়’’-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা পর্যায়ক্রমে প্রথম শ্রেণি হতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আরও উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সকল শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন শীর্ষক টাস্কফোর্স-এর ১৮-০৩-২০১৫ খ্রি. তারিখের প্রথম সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিশুদের কুরআন শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি আরবি ভাষা শিক্ষা প্রদানের জন্য মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষায় আররি ভাষা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম/(৬ষ্ঠ পর্যায়)’’ শীর্ষক প্রকল্পে আররি ভাষা শিক্ষা কোর্স চালুর নির্দেশনা বাস্তবায়নে তিনটি পুস্তক মুদ্রণের বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাক প্রাথমিক, ১৫ লক্ষ ৪৭ হাজার শিক্ষার্থীকে পবিত্র সহজ কুরআন শিক্ষা এবং ১৯ হাজার ২০০ জন নিরক্ষর বয়স্ক জনগোষ্ঠিকে অক্ষরজ্ঞান দানসহ নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৫৫০টি উপজেলা/ জোনে ৫৫০টি মডেল ও ১ হাজার ৫০০টি সাধারণ রির্সোস সেন্টারসহ মোট ২ হাজার ৫০টি রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

৫.৪.৩ ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩ মেয়াদে ৪৯৯৯.৫৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে ৪১,২১৬ জন পুরোহিত/সেবাইতকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বর্তমানে প্রকল্পটির জনবল নিয়োগের কাজ চলছে।

৫.৪.৪ প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)

কোমলমতি বৌদ্ধ শিশুদের স্কুলমুখী করে তোলা ও তাদের মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিকতাসম্পন্ন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ‘‘প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প’’বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের ১ম ফেইজের আওতায় চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায় এ পর্যন্ত মোট ১০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬ হাজার বৌদ্ধ শিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক-

প্রথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। এ প্রকল্পের শতকরা ৮০ ভাগ শিশু মূল ধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এ প্রকল্প গ্রহণের ফলে তৃণমূল পর্যায়ে ১০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

জানুয়ারি, ২০১৮ হতে উক্ত প্রকল্পের ২য় ফেইজের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ ফেইজের ২য় পর্যায়ের আওতায় ১২টি বৌদ্ধ অধ্যুষিত জেলার ৬২টি উপজেলায় মোট ৩০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৮ হাজার বৌদ্ধ শিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক-প্রথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে মুল ধারায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে এক বছর বৃদ্ধি করা হয় যা চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৩০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬০০০ বৌদ্ধ শিশু প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা কোর্সে অধ্যয়ন করছে। এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে ৩০০ জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

এ প্রকল্পের শিক্ষকদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিশুর সার্বিক বিকাশে প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক
শিক্ষার গুরুত্ব এর উপর কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেছে।

৫.৪.৫ ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

- **প্রকল্পের পটভূমি এবং অন্যান্য তথ্য :**

বাংলাদেশ বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও জাতি-গোষ্ঠির মানুষের সমন্বয়ে বৈচিত্রময় এক শান্তিপ্রিয় দেশ। দেশের সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন, বিধি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে প্রতিপালনের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। দেশের মানুষ ধর্মভীরু বা ধর্মের প্রতি সংবেদনশীল। জনগণের ধর্মের প্রতি এই আবেগ-অনুভূতিকে ব্যবহার করে দেশি-বিদেশী অপশক্তির মদদে গোষ্ঠীবিশেষ দেশকে নিয়ে সর্বদা চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। এরা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং ধর্মীয় উস্কানি দিয়ে তরুণ প্রজন্মকে বিপথে পরিচালিত করছে, যা বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় সংস্কারের পরিপন্থী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শের আলোকে তাঁর যোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বর্তমান সময়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের পরিধি যেমন বেড়েছে তেমনি উন্নততর হয়েছে মন্ত্রণালয় প্রদত্ত সেবার মান। তারই ধারাবাহিকতায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ্জ ব্যাবস্থাপনাতে স্বয়ংক্রিয়তার ছোঁয়া

লেগেছে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। এছাড়া, ধর্মীয় উপাসনালয় ভিত্তিক শিক্ষা ব্যাবস্থা, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাবস্থাকে আধুনিকীকরণসহ সারা দেশে ধর্মীয় উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা ও মেরামতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ ও ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করছে। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের দর্শন এবং তাঁর নিজ স্লোগান-'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি ধর্মীয় সচেতনতামূলক সমাজ গঠন এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটির প্রস্তাব করা হয়েছে।

ভোলাতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সূচনা বক্তব্য রাখছেন প্রকল্প পরিচালক আবদুল্লা-আল-শাহীন (ভোলা, ১১/১০/২০২১)

২। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ❖ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও অপপ্রচার প্রতিরোধ এবং দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি;

- ❖ জনগণের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ বিরোধী সচেতনতা তৈরি;
- ❖ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্বল এবং সামাজিক বৈষম্য নিরসন করা;
- ❖ বিভিন্ন রকমের কন্টেন্ট ডেভলপমেন্টের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে সহজেই ধর্মীয় অনুশাসনগুলো উপস্থাপন করা এবং সর্বস্তরের মানুষের কাছে সহজেই মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ধর্মীয় তথ্যাবলি পৌঁছে দেওয়া।

বক্তব্য রাখছেন ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান এম পি (বরগুনা, ০৯/১০/২০২১)

৩। প্রকল্পের কার্যাবলী:

ক) প্রচার ও বিজ্ঞাপণ (রেডিও, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, লোকাল ক্যাবল অপারেটর, সোশ্যাল মিডিয়া, ব্যানার, ভিডিও এড, এসএমএস, আইভিআর):

খ) কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট (লেখা, প্রামান্যচিত্র, প্রতিবেদন, টকশো);

গ) সফটওয়্যার ও এপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট (ধর্ম বিষয়ক এন্ড্রায়েড ও আইওএস অ্যাপস);

ঘ) সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট (ইউটিউব, ফেইসবুক, টুইটার);

ঙ) ডিজিটাল মার্কেটিং (লাইভ স্ট্রিমিং, কন্টেন্ট প্রমোশন, ক্যাম্পেইন এনগেজমেন্ট, কুয়েরি ম্যানেজমেন্ট);

চ) পিআর কার্যক্রম (ইনফ্লুয়েন্সার ম্যানেজমেন্ট, অনলাইন/অফলাইন পিআর);

ছ) এক্টিভেশন/ইভেন্ট (সার্ভিস বুথ, ইনডোর/আউটডোর ইভেন্ট);

জ) প্রশিক্ষণ;

ঝ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ;

৪। সম্পাদিত কার্যাবলি:

ক (১): আন্তঃধর্মীয় সংলাপ/সেমিনার:

নং	তারিখ	কর্মশালার জেলা	অংশগ্রহনকারী	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা
০১	২৩ ডিসেম্বর ২০২০	গোপালগঞ্জ	বিভিন্ন ধর্মের প্রভাবশালী ও সামাজিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ	৭৮
০২	০৭ জানুয়ারী ২০২১	দিনাজপুর	ঐ	৮১
০৩	১১ জানুয়ারী ২০২১	রংপুর	ঐ	৬৮
০৪	১৪ জানুয়ারী ২০২১	মানিকগঞ্জ	ঐ	৮৩
০৫	২১ জানুয়ারী ২০২১	মুন্সিগঞ্জ	ঐ	৯৭
০৬	৩১ জানুয়ারী ২০২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ঐ	৯৩
০৭	২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১	ভোলা	ঐ	৯৬
০৮	২৪ আগস্ট ২০২১	সুনামগঞ্জ	ঐ	৯৮
০৯	২৬ আগস্ট ২০২১	ময়মনসিংহ	ঐ	৯৭
১০	২১ সেপ্টেম্বর ২০২১	নোয়াখালী	ঐ	৯৭
১১	২২ সেপ্টেম্বর ২০২১	লক্ষীপুর	ঐ	৯৮
১২	২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১	চাঁদপুর	ঐ	৯৭
১৩	১০ নভেম্বর ২০২১	ঝালকাঠি	ঐ	৯৯
১৪	১১ নভেম্বর ২০২১	বাগেরহাট	ঐ	৯৮
১৫	১২ নভেম্বর ২০২১	শরিয়তপুর	ঐ	৯৬

১৬	১৩ নভেম্বর ২০২১	ফরিদপুর	ঐ	৯৭
১৭	১৪ নভেম্বর ২০২১	ঝিনাইদহ	ঐ	১০০
১৮	১৫ নভেম্বর ২০২১	নড়াইল	ঐ	৯৯
১৯	১৬ নভেম্বর ২০২১	যশোর	ঐ	৯৯
২০	১৬ মার্চ ২০২২	বরগুনা	ঐ	৯৫
২১	১৭ মার্চ ২০২২	পটুয়াখালী	ঐ	৯৬
	মোট কর্মশালা	২১ টি		১৯৬০

ক (২): প্রশিক্ষণ:

নং	তারিখ	প্রশিক্ষণের জেলা	অংশগ্রহনকারী	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা
০১	৪ মার্চ ২০২১	কক্সবাজার	বিভিন্ন ধর্মের প্রভাবশালী ও সামাজিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ	১০০
০২	৬ মাচ ২০২১	বান্দরবান	ঐ	৯৮
০৩	৭ মাচ ২০২১	রাঙামাটি	ঐ	১০০
০৪	৮ মাচ ২০২১	খাগড়াছড়ি	ঐ	১০০
০৫	৯ অক্টোবর ২০২১	বরগুনা	ঐ	১০০
০৬	১০ অক্টোবর ২০২১	পটুয়াখালী	ঐ	৯৮
০৭	১১ অক্টোবর ২০২১	ভোলা	ঐ	৯৬
০৮	১২ অক্টোবর ২০২১	বরিশাল	ঐ	৯৯
০৯	১৯ ডিসেম্বর ২০২১	কুষ্টিয়া	ঐ	৯৯
১০	২০ ডিসেম্বর ২০২১	মেহেরপুর	ঐ	৯৮
১১	২১ ডিসেম্বর ২০২১	রাজবাড়ী	ঐ	৯৮
১২	২২ ডিসেম্বর ২০২১	সাতক্ষীরা	ঐ	৯৭
১৩	২৩ ডিসেম্বর ২০২১	গোপালগঞ্জ	ঐ	৯৬
১৪	৮ মার্চ ২০২২	নারায়রগঞ্জ	ঐ	৯২
১৫	১৭ মে ২০২২	শেরপুর	ঐ	১০০
১৬	১৮ মে ২০২২	নেত্রকোনা	ঐ	৯৭
১৭	২৩ মে ২০২২	বগুড়া	ঐ	৯৮
১৮	২৪ মে ২০২২	সিরাজগঞ্জ	ঐ	৯৮
১৯	২৫ মে ২০২২	পাবনা	ঐ	৯৮
২০	২৬ মে ২০২২	টাঙ্গাইল	ঐ	৯৮
২১	২০ জুন ২০২২	মানিকগঞ্জ	ঐ	৯৯
	মোট প্রশিক্ষন	২১ টি		২০৫৯

খ। প্রচার প্রচারণা সামগ্রী:

ক্রমিক	প্রচার সামগ্রী	বার্তা	সংখ্যা	বিরতরণকৃত জেলা
১.	পোস্টার	১.(ক) 'মুজিববর্ষ দিচ্ছে ডাক ধর্মীয় সম্প্রীতি অটুক থাক' (খ)	১০০০০ (দশ হাজার)	কক্সবাজার, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, সুনামগঞ্জ,

		ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার -প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২.(ক) 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার সম্প্রীতিময় দেশ গড়ার' (খ) 'ধর্মে কোনো জোর জবরদস্তি নেই' -সুরা বাকারাহ, আয়াত: ২৫৬ ৩.(ক) 'মুজিববর্ষে শপথ করি সম্প্রীতিময় দেশ গড়ি' (খ) 'বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র; ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়' -বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান		ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, শরিয়তপুর, ফরিদপুর, ঝিনাইদহ, নড়াইল, যশোর, বরগুনা ও পটুয়াখালী
২.	ফেস্টুন	মুজিব বর্ষের লোগো ও ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা সংবলিত	৫০০ (পাঁচশত)	কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল
৩.	স্টিকার	১. 'মুজিববর্ষ দিচ্ছে ডাক ধর্মীয় সম্প্রীতি অটুক থাক' ২.(ক) 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার সম্প্রীতিময় দেশ গড়ার' (খ) 'মুজিববর্ষ দিচ্ছে ডাক ধর্মীয় সম্প্রীতি অটুক থাক' ৩. 'মুজিববর্ষ দিচ্ছে ডাক জঙ্গী-সন্ত্রাস নিপাত যাক' ৪. (ক) 'মুজিববর্ষে শপথ করি সম্প্রীতিময় দেশ গড়ি' (খ) 'মুজিববর্ষ দিচ্ছে ডাক ধর্মীয় সম্প্রীতি অটুক থাক'	১৬,০০০ (ষোল হাজার)	গোপালগঞ্জ, রংপুর, দিনাজপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, ভোলা, ময়মনসিংহ, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও অনান্য সকল জেলায় আয়োজিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায়
৪.	ফোল্ডার	মুজিব বর্ষের লোগো ও ধর্মীয় সম্প্রীতিমূলক শ্লোগান সংবলিত	২০০০ (দুই হাজার)	গোপালগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, ভোলা, সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও

				অনান্য
৫.	ব্যাগ	মুজিব বর্ষের লোগো ও ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা সংবলিত	৪০০০ (চার হাজার)	কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, ভোলা ও অনান্য
৬.	প্যাড ও কলম	মুজিব বর্ষের লোগো ও ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা সংবলিত	৪০০০ + ৪০০০ (আট হাজার)	গোপালগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, ভোলা, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও অনান্য
৭.	প্রশিক্ষন সনদ	প্রশিক্ষনার্থীকে প্রশিক্ষন সনদ বিতরণ	২১০০ (দুই হাজার একশত)	কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি

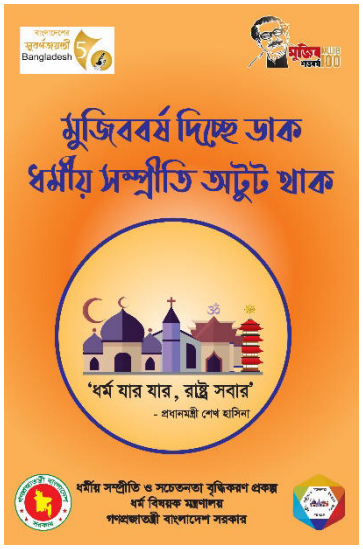

পোস্টার

সনদপত্র

ব্যাগ

স্টিকার

প্যাড ও কলম

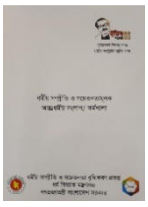

ফোল্ডার

৬। ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

৬.১ হজ বিষয়ক কার্যাবলীঃ

১। হজ ইসলাম ধর্মের একটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে হজ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় ২০১৬ সাল হতে ই-হজ ব্যবস্থাপনা চালু হয়েছে। এর ফলে হজ কার্যক্রম সহজ ও উন্নততর হয়েছে। যা দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

১. **হজ চুক্তি ২০২২:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকারের মধ্যে ২০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে দ্বি-পাক্ষিক হজ চুক্তি ভার্চুয়ালী সম্পাদিত হয়।

২. **হজ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন :**গত ০৩ জুন ২০২২ তারিখ সকাল ১০.৩০ টায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন প্রান্ত হতে হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা এর মিলনায়তন প্রান্তে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে হজ কার্যক্রম ২০২২ এর শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হজযাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, “আপনারা দেশের জন্য, মানুষের জন্য দোয়া করবেন। হজে গিয়ে সৌদি আরবের নিয়ম ও আইন মেনে চলবেন। নিজের সুস্থতা নিশ্চিত করে যাবতীয় কার্যক্রম করবেন। ই-হজ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, এতে করে হাজিদের কষ্ট লাগব হয়েছে। সবাই যেন সুষ্ঠুভাবে হজ করে আসতে পারেন এই প্রত্যাশা করি”।

৩. **হজ ফ্লাইট:** হজযাত্রী পরিবহনে এ বছর ১৬৫টি ফ্লাইট পরিচালিত হয়েছে। এবার সৌদি আরবের ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্স লিমিটেড হজযাত্রী পরিবহনে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ৮৭টি, সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স লি: ৬৪টি এবং ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্স ১৪টি ফ্লাইটে হজযাত্রী পরিবহন করেছে।

৪. **রুট-টু-মক্কা ইনিশিয়েটিভ (Route to Makkah Initiative**-RTM): এই কর্মসূচির আওতায় হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা হয়ে সৌদি আরব গমনেচ্ছু হজযাত্রীদের Pre-Arrival Immigration ঢাকায় সম্পন্ন হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে পরিচালিত সকল ফ্লাইটকে শতভাগ রুট টু মক্কা ইনিশিয়েটিভের আওতায় আনা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সৌদি আরব অংশের ইমিগ্রেশন জেদ্দা ও মদিনার পরিবর্তে ঢাকায় সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও হজযাত্রীদের লাগেজ সরাসরি হজযাত্রীর মক্কাস্থ হোটেলের কক্ষে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমের ফলে সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশী হজযাত্রীদের বিমান বন্দরে পৌঁছে ৭-৮ ঘন্টা অপেক্ষার সময় ও কষ্ট লাঘব হয়েছে।

৫. **হজ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ অংশে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ:**

(১) হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন সম্পাদন
(২) রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক হজচুক্তি সম্পাদন
(৩) হজ প্যাকেজ ঘোষণা
(৪) হজযাত্রী নিবন্ধন
(৫) হজ গাইড নিয়োগ
(৬) সৌদি আরবে সৌদি অংশের ব্যয়ের অর্থ প্রেরণ
(৭) হজ ফ্লাইট সিডিউল চূড়ান্তকরণ
(৮) হজযাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ভ্যাকসিন প্রদান এবং কোভিড ভ্যাকসিনের সার্টিফিকেটের আন্ত:সংযোগ স্থাপন
(৯) ভিসা প্রক্রিয়াকরণ
(১০) বিমানের টিকিট সংগ্রহ

(১১) হজ কার্যক্রম উদ্বোধন
(১২) ঢাকায় প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন সম্পন্নকরণ
(১৩) সিডিউল হজ ফ্লাইট পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান।

৬. **সৌদি আরব পর্বের প্রস্তুতি কার্যক্রম:**

(১) সরকারি ব্যবস্থাপনার দুটি প্যাকেজের চার হাজার হজযাত্রীর জন্য মোট ৬টি বাড়ি/হোটেল ভাড়াকরণ;
(২) হজযাত্রীদের সেবা প্রদানের জন্য হজকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে;
(৩) মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য বাড়ি ভাড়াকরণ;
(৪) মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র স্থাপন;
(৫) মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায় যাতায়াত, আবাসন/তাঁবু ও খাবারের ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৬) উন্নতমানের বাস ভাড়াকরণ;

৭. **সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ:**

(১) হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ প্রণয়ন
(২) হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ন
(৩) হজক্যাম্প হজযাত্রীদের জন্য উপযোগীকরণ
(৪) ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহ ও সৌদি আরবে প্রেরণ
(৫) ২০২২ সালের হজ প্যাকেজ ঘোষণা
(৬) ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারণ
(৭) হজ সংক্রান্ত বিভিন্ন দল গঠন ও সৌদি আরবে প্রেরণ
(৮) হজ অফিসে সেবাদানকারী সংস্থাসমূহের অস্থায়ী অফিস স্থাপন

৮. **বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি:**

(১) সোনালী ব্যাংক এর সাথে এপিএ এর মাধ্যমে চালান ভেরিফিকেশনের লক্ষ্যে আন্তসংযোগ স্থাপন
(২) নির্বাচন কমিশন (NID) সার্ভারের সাথে আন্তসংযোগ স্থাপন
(৩) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এর সার্ভারের সাথে আন্তসংযোগ স্থাপন
(৪) রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সার্ভারের সাথে আন্তসংযোগ স্থাপন
(৫) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ (সুরক্ষা এ্যাপস) এর সাথে আন্তসংযোগ স্থাপন
(৬) আইটি প্রতিষ্ঠান বিজনেস অটোমেশন লিমিটেড এর সাথে চুক্তি সম্পাদন।

৯. **হজ অফিস, ঢাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন:** হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য হজ ক্যাম্পের সাত তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পথে। আধুনিক মানের ৫০০ আসন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন হল রুম নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। হজযাত্রীদের অবস্থানের জন্য ডরমেটরিগুলোতে এসির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং মশার উপদ্রব থেকে হজযাত্রীদের নিরাপদ রাখার জন্য প্রতিটি ডরমেটরিতে উন্নতমানের মশকিটো কেচার সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া হজ অফিস, ঢাকায় হজযাত্রী পরিবহণের লক্ষ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি: এবং সাউদিয়া এয়ারলাইন্স লি: এর সাথে নতুন করে ফ্লাইনাস সংযুক্ত হওয়ায় ইমিগ্রেশন কাউন্টারের মান ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০. **হজ ব্যবস্থাপনায় ২০২২ সালের অর্জন:**

(১) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর জন্য বাড়ি ভাড়া সম্পন্নকরণ;
(২) রুট টু মক্কা প্রকল্পের অধীনে ডেডিকেটেড ফ্লাইটের হজযাত্রীদের সৌদি ইমিগ্রেশন ঢাকায় সম্পন্নকরণ;
(৩) ডেডিকেটেড ফ্লাইটের হজযাত্রীদের লাগেজ সরাসরি তাঁদের হোটেলে পৌঁছানো;
(৪) প্রথমবারের মতো হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটির সভায় হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়;

(৫) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৭.০৫.২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উক্ত সভায় হজ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(৬) এয়ারলাইন্সের টিকেট বিক্রয় মনিটরিং ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে;

(৭) এসএমএসের মাধ্যমে হজযাত্রীদের সকল তথ্য অবহিত করা হয়েছে;

(৮) হজ ভিসার জন্য সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পাসপোর্ট ও IBAN এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ এবং ভিসা ইস্যু কার্যক্রম মনিটরিং;

(৯) প্রতিদিন হজ ফ্লাইট ডিপারচার ও এরাইভাল মনিটরিং এবং ইমিগ্রেশন তথ্য অনলাইনে আপলোড করা হয়েছে;

(১০) হজযাত্রীর ভিসার জন্য এজেন্সির IBAN এ টাকা প্রেরণের তথ্য মনিটরিং;

(১১) প্রতিটি জেলায় হজযাত্রী প্রশিক্ষণের জন্য ToT তৈরি। ToT এর সদস্যদের প্রশিক্ষণ এবং তাদের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে সকল হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(১২) হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণের জন্য Audiovisual মডিউল তৈরি;

(১৩) বছরব্যাপী সার্বক্ষণিক ২৪/৭ প্রি-রেজিস্ট্রেশন সেবা চালু;

(১৪) দায়েরকৃত অভিযোগ নিষ্পত্তি করে অভিযুক্ত এজেন্সির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

১১. **হজ ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নকরণ:**

(১) হজযাত্রীদের যথাযথ সেবা নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বক্ষণিক দিক নির্দেশনা প্রদান

(২) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান

(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

(৪) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বেবিচক ও বিমান বাংলাদেশ এয়ালাইন্স এর সহযোগিতা

(৫) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সামরিক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ইসলামিক মিশন এর সহযোগিতা

(৬) জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, আইসিটি বিভাগ, পাসপোর্ট অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ ও বিশেষ বাহিনীসমূহের সহযোগিতা

(৭) বিভিন্ন সংস্থার সাথে মন্ত্রণালয়ের টেকসই আন্তসংযোগ স্থাপনের কারণে যে কোন প্রকারের যোগাযোগ ও তথ্য আদান প্রদানের ফলে Time, Cost and Visit হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে অতি অল্প সময়ে সামগ্রিক হজ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

(৮) হজ ব্যবস্থাপনায় সকল অংশীজনের সহযোগিতা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভবিষ্যৎ হজ ব্যবস্থাপনা আরো ব্যাপক বিস্তৃতি ও সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

(৯)সম্মানিত হজযাত্রীদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি

(১০) ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ সকল দপ্তর/সংস্থার সহযোগিতা।

১২. **হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২:** প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ ও ওমরাহ এজেন্সিসমূহের এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম স্বচ্ছ, জবাবদিহি এবং কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সকল প্রক্রিয়া গ্রহণ করে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন-২০২১ প্রকাশ করা হয়; তারই ধারাবাহিকতায় ০৪.০৭.২০২২ খ্রি. তারিখে গেজেট আকারে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২ প্রকাশ করা হয়;

১৩. হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি:

"মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা, ই-হজ ব্যবস্থাপনা" অনুযায়ী ই-হজ ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- সামগ্রিক হজ ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে হজ ব্যবস্থাপনা ইনফরমেশন সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়।
- ২০১৬ সালে হজযাত্রী প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়।
- ২০১৯ সালে ঢাকায় হজযাত্রীদের প্রি-এ্যারাইভাল ইমিগ্রেশন শুরু করা হয়।
- ২০২১ প্রাক-নিবন্ধন রিফান্ড সিস্টেম চালু হয়।
- ২০২২ সালে এজেন্সি প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু হয়।
- SMS এর মাধ্যমে প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, ফ্লাইটের তথ্য, স্বাস্থ্য সনদ প্রাপ্তির তথ্য, প্রশিক্ষণের সময়সূচি অবহিতকরণ
- কল সেন্টারের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক হজযাত্রীগণকে তথ্য সেবা প্রদান
- ইলেকট্রনিক হেলথ প্রোফাইল চালুকরণ
- ব্যাংকে হজযাত্রীদের অর্থ জমা প্রদান
- সৌদি আরবে হারানো হাজী ও হারানো লাগেজ অনুসন্ধান
- সরকারি ব্যবস্থাপনার বাড়িসমূহে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন
- হজ গাইড মোবাইল অ্যাপস চালু
- হজ বিষয়ক ওয়েবসাইট www.hajj.gov.bd থেকে অনলাইনে বিভিন্ন সেবা প্রদান।

১৪. ২০২১-২২ অর্থ বছরে হজ বিষয়ক উদ্ভাবনী ও সেবা সহজিকরণসমূহ:

ক। সেবা/ উদ্ভাবনের নাম: সরকারি ব্যবস্থাপনার প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তিদের রিফান্ড **BEFTN** পদ্ধতিতে প্রদান:
লিঙ্কঃ https://hajj.gov.bd/application-of-govt-pilgrim-pre-registration-refund/

কোন হজযাত্রী যদি তাঁর হজের প্রাক্-নিবন্ধন বাতিল করে জমাকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত নিতে চান তাহলে তা সহজভাবে দ্রুত সময়ের মধ্যে আবেদনকারী হজযাত্রীকে প্রদান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রাক্-নিবন্ধন বাতিল ও রিফান্ডের জন্য প্রাক-নিবন্ধন ট্র্যাকিং নম্বর উল্লেখপূর্বক টাকা জমা প্রদানকৃত ব্যাংকের ম্যানেজার বারাবর আবেদন লিখতে হতো। সেবা সহজিকরণের ফলে একজন প্রাক্-নিবন্ধিত হজযাত্রী অনলাইনে তাঁর প্রাক্-বন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারছেন এবং ব্যাংক কর্তৃক যাচাই পূর্বক Disbursement সম্পন্ন করে BEFTN এর মাধ্যমে হজযাত্রীর ব্যাংক হিসেবে অর্থ স্থানান্তর করা হচ্ছে।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান, এমপি ২৭ জানুয়ারী, ২০২২ খ্রি তারিখে সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রীদের জন্য অনলাইন রিফান্ড সিস্টেম উদ্বোধন করেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী এনামুল হাসান, এনডিসি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ অফিস ঢাকার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং হজ ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ভার্চুয়াল সভায় সংযুক্ত ছিলেন।

খ। সেবা/ উদ্ভাবনের নাম: হজ এজেন্সির ই-প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট **লিংক:** https://prp.pilgrimdb.org/

ই-হজ সিস্টেমে সকল এজেন্সির প্রাথমিক তথ্য থাকলেও বিস্তারিত হালনাগাদ তথ্যাদি যেমন হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/মালিক তাঁর এজেন্সির যাবতীয় তথ্য (ফরম-০৫) এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য যেমন ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, সিভিল এভিয়েশন সনদ, অফিস ভাড়া চুক্তিপত্র/মালিকানা দলিল ইত্যাদি বর্তমানে অনলাইনে পাওয়া যায়। এছাড়াও বিগত বছরগুলোতে হজ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির মামলা, শাস্তির তথ্যসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সিস্টেমে আপলোড করা হচ্ছে। অধিকন্তু, দ্রুত ও নির্ভুলভাবে এজেন্সি কর্তৃক প্রদানকৃত ট্রাভেল লাইসেন্স যাচাইয়ের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ট্রাভেল এজেন্সি সিস্টেমের সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ এজেন্সির প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ (Integration) স্থাপন করা হয়েছে।

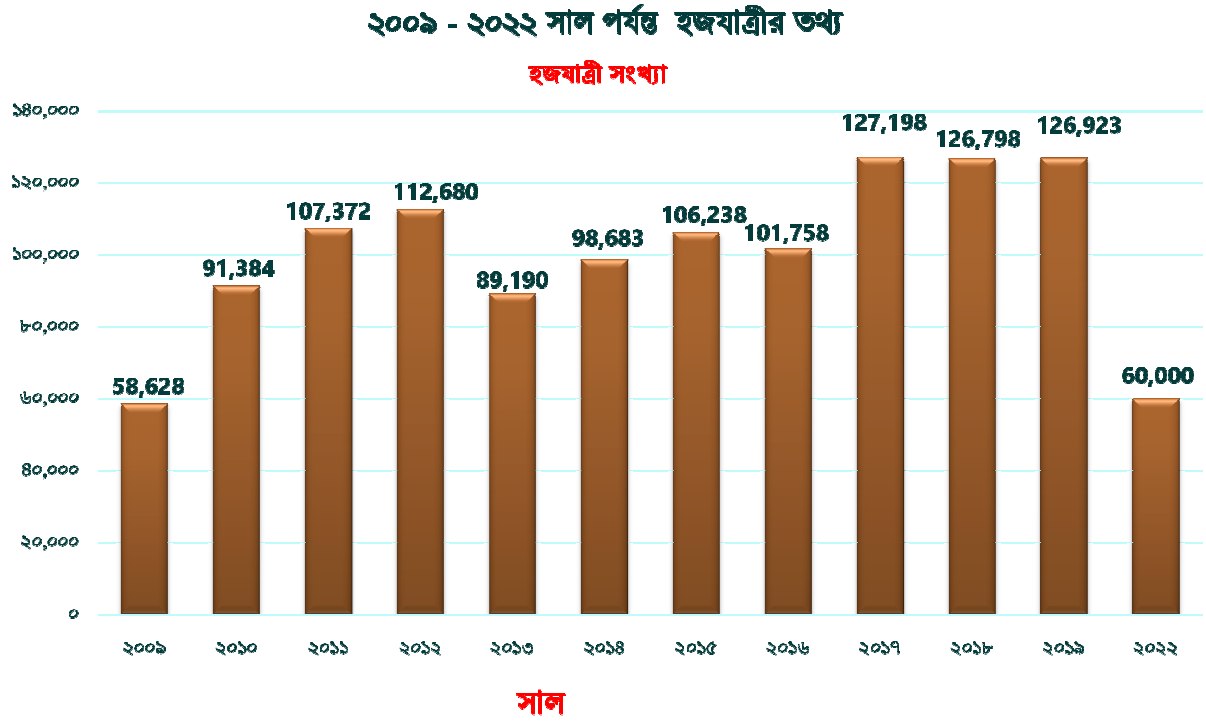

হজ কার্যক্রম ২০২২ এর কিছু স্থির চিত্র

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক হজ কার্যক্রম ২০২২ এর শুভ উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর আশকোনায় 'হজ কার্যক্রম-২০২২' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন (শুক্রবার, ৩ জুন ২০২২)-পিআইডি

হজ ফ্লাইট ২০২২ এর শুভ উদ্বোধন

হজ ফ্লাইট ২০২২ এর শুভ উদ্বোধন

রুট টু মক্কা ইনিশিয়েটিভ এর শুভ উদ্বোধন

ইমিগ্রেশন

জেদ্দায় হজযাত্রীদের অভ্যর্থনা

৬.২ অনুদান বিষয়ক কার্যাবলি :

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ঈদগাহ ও কবরস্থান, হিন্দু শ্মশান, বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (গির্জা), খ্রিস্টান ধর্মীয় (সেমিট্রি) সংস্কার এবং দুস্থ মুসলিম ও দুস্থ হিন্দু পুনর্বাসন-এর জন্য নিম্নরুপ অর্থ বরাদ্দ/বিতরণ করা হয়ঃ

ক্রমিক	অনুদান	অনুকূলে	বরাদ্দকৃত টাকা
১	মসজিদ সংস্কার বাবদ	মসজিদ (৪৭৫৯টি)	২০,৭২,৮০,০০০/-
২	ইসলাম ধর্মীয় সংগঠন সংস্কার (মাদ্রাসা) বাবদ	ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (৮২২টি)	৪,২৬,৫০,০০০/-
৩	ঈদগাহ ময়দান ও কবরস্থান সংস্কার	ঈদগাহ ও কবরস্থান (৬০৭টি)	৩,৩১,০০,০০০/-
৪	হিন্দু ধর্মীয় মন্দির সংস্কার	হিন্দু ধর্মীয় মন্দির (৮৯৫টি)	১,৯০,৯০,০০০/-
৫	হিন্দু ধর্মীয় শ্মশান সংস্কার	হিন্দু ধর্মীয় শ্মশান (১৩৪টি)	৫৯,৭০,০০০/-
৬	বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার	বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (১৩৪টি)	৪৯,৩০,০০০/-
৭	বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্মশান সংস্কার	বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্মশান (৪১টি)	১২,০০,০০০/-
৮	খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (গির্জা) সংস্কার	খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (৩২টি)	২১,৯৯,০০০/-
৯	খ্রিস্টান ধর্মীয় সেমিট্রি সংস্কার	খ্রিস্টান ধর্মীয় সেমিট্রি (৭টি)	৪,১০,০০০/-
১০	দুস্থ মুসলিম পুনর্বাসন	দুস্থ মুসলিম (৩৪০৪ জন)	৩,৬০,০০,০০০/-
১১	দুস্থ হিন্দু পুনর্বাসন	দুস্থ হিন্দু (৪৬২ জন)	৬৪,১০,০০০/-

৬.৩ প্রশাসনিক কার্যাবলি :

৬.৩.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং চুক্তি অনুযায়ী ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১), ২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১), ৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২) ও ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন, ২০২২) এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৬.৩.২ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর;

৬.৩.৩ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১), ২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১), ৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২) ও ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন, ২০২২) এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ ;

৬.৩.৪ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০২১-২২ প্রণয়ন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং ১ম রাউন্ড (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১), ২য় রাউন্ড (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১), ৩য় রাউন্ড (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২) ও ৪র্থ রাউন্ড (এপ্রিল-জুন, ২০২২) এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৬.৩.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী প্রতি মাসের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৬.৩.৬ অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৬.৩.৭ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতে ১২টি ক্যাডার পদ (অতিরিক্ত সচিব-১টি, যুগ্মসচিব-২টি, উপসচিব-৫টি ও সিনিয়র সহকারী সচিব-৪টি) স্থায়ীভাবে সৃজন এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৮টি নন-ক্যাডার সহায়ক পদ (প্রশাসনিক কর্মকর্তা-৪টি, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-৮টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-৪টি ও অফিস সহায়ক-১২টি) অস্থায়ীভাবে সৃষ্টির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৬.৩.৮ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতে তৃতীয় শ্রেণির অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-১টি ও অফিস সহায়কের ২টি মোট ৩টি পদে জনবল নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ। বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব-এর উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক পদে প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৬.৩.৯ বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ ইতোমধ্যে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ।

৬.৩.১০ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ই-নথি সিস্টেম কার্যক্রম, Electronic Mail

(e-mail) and Internet Usage, Basic Computer and Office Application, Understanding Grievance Redress System (GRS) ,নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, Understanding of National Integrity Strategy (NIS) and Ethical Practices, Understanding Right to Information (RTI), ,প্রশাসনিক কর্মকান্ড" বিধান ও নিয়ম শৃঙ্খলা-প্রশাসনিক বিধি এবং Training on Public Procurement Act and Public Procurement Rules শীর্ষক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে;

৭। ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

ই-হজ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তিত পরিস্থিতির নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় ও আধুনিকায়ন, স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মানসম্মত সেবা প্রদান, প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মডেল মসজিদ নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় (দারুল আরকাম) এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জোরদারকরণ এবং সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধকরণ। একনজরে ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ:

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ;
- বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা;
- সামাজিক সচেতনতা ও ধর্মীয় জ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে ২ লক্ষ ৯২ হাজার মানসম্মত ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ;
- ৮২ হাজার ধর্মীয় শিক্ষক, ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত, ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন এবং দুঃস্থ পুনর্বাসনে প্রায় ১৮ কোটি টাকা অনুদান প্রদান;
- ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মানের জন্য স্থান নির্বাচন ও নির্মাণ কাজের পরীবিক্ষণ;
- ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি;
- যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের মাধ্যমে যাকাত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং সে লক্ষ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ আয়োজন ;

- ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেমের প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন;
- সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনলাইন সেবা এবং সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে সেবাসমূহের তালিকা প্রণয়ন;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিষয়ভিত্তিক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- ওয়েবসাইট তথ্য সমৃদ্ধ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ;
- হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮, যাকাত আইন, ২০১৮ এবং বৌদ্ধ পারিবারিক আইন, ২০১৮ সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তিকরণ।

৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের বিবরণ

উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ-

ক্রমিক	প্রকাশিত তথ্যের শিরোনাম	বিস্তারিত
১।	মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত	মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি, ভিশন ও মিশন, অর্গ্রানোগ্রাম ও জনবল, সিটিজেন চার্টার, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, সাবেক মন্ত্রী ও সচিবগণের তালিকা এবং কর্মরত কর্মকর্তাদের তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও, মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য, কর্মপরিধি, কার্যাবলি, শাখাসমূহ ও শাখার কার্যাবলি প্রকাশ করা হয়েছে।
২।	হজ ব্যবস্থাপনা	হজ নির্দেশিকা, হজ পোর্টাল ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
৩।	অনুদান	মন্ত্রণালয়ের অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান সংক্রান্ত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট ফরম প্রাপ্তির জন্য ট্রাস্টের ওয়েবসাইটের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে।
৪।	বাজেট ও অডিট	চলমান অর্থবছরের বাজেট, বাজেট এমবিএফ, প্রকৃত ব্যয় বিবরণী, অডিট রিপোর্ট ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
৫।	প্রকল্প ও কর্মসূচি	চলমান প্রকল্পসমূহ, প্রাক্কলিত ব্যয়, অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ, প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প যোগাযোগ ও সাম্প্রতিক সাফল্য প্রকাশ করা হয়েছে।
৬।	আইন ও অধ্যাদেশ	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান আইন, ওয়াক্ফ ও অন্যান্য আইন প্রকাশ করা হয়েছে।
৭।	কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা	চলমান অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এপিএ টিম, এপিএ সংশ্লিষ্ট পরিপত্র/নীতিমালা প্রকাশ করা হয়েছে।
৮।	শুদ্ধাচার কার্যক্রম	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট, নৈতিকতা কমিটি, শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে।
৯।	আদেশ/বিজ্ঞপ্তি/প্রজ্ঞাপন	অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি ও দরপত্র নিয়মিত প্রকাশ করা হয়ে থাকে।
১০।	উদ্ভাবনী কার্যক্রম	উদ্ভাবনী কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশিকা, ইনোভেশন টিম, ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা, বাৎসরিক উদ্ভাবনী প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।

১১।	প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্যাদি	বার্ষিক প্রতিবেদন, ষান্মাসিক বুকলেট, বিভিন্ন নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
১২।	অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্যাদি	সংশ্লিষ্ট নীতিমালা/নির্দেশিকা, অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য, প্রসেস ম্যাপ এবং অভিযোগ দাখিলের জন্য জিআরএস সিস্টেমের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, তথ্য প্রাপ্তির ফরম ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
১৩।	অভ্যন্তরীণ ই-সেবা	অভ্যন্তরীণ ই-সেবা অংশে প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেম, হজ পোর্টাল, আল-কোরআন: ডিজিটাল, অভিযোগ ও পরামর্শ, ওয়েবমেইল ইত্যাদি লিংক স্থাপন করা হয়েছে।
১৪।	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ এবং দপ্তর/সংস্থার সাথে যোগাযোগের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।
১৫।	সামাজিক যোগাযোগ	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ফেইসবুক পেইজের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং নাগরিক সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে।

৯। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter)

৯.১.ভিশন ও মিশন

ভিশন: ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ।

মিশন: ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ
প্রতিষ্ঠা।

৯.২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ:

৯.২.১) নাগরিক সেবা

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১.	হজ লাইসেন্স প্রদান	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন (২) সরজমিনে তদন্ত/	(১) ট্রেড লাইসেন্স (২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) (৩) ট্রাভেল	বিনামূল্যে	৩ মাস	এস. এম. মনিরুজ্জামান সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: morahajsection@gmail

		পরিদর্শনের পর পজেটিভ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লাইসেন্স ইস্যু	এজেন্সি সনদ (৪) TIN সনদ (৫) হালনাগাদ আয়কর সনদ (৬) ৪ কপি ছবি (৭) অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র (৮) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তালিকা (৯) আসবাবপত্রের তালিকা (১০) যোগাযোগের মাধ্যম			.com hajj_sec২@mora.gov.bd
২.	হজ লাইসেন্স নবায়ন	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন (২) কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে লাইসেন্স নবায়ন	(১) হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সি সনদ (২) আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র (৩) হজ লাইসেন্সের মুলকপি (৪) নবায়ন ফি জমাদানের চালানের কপি	বিনামূল্যে	১০ দিন	এস. এম. মনিরুজ্জামান সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj_sec2@mora.gov.bd
৩.	ওমরাহ্ লাইসেন্স প্রদান	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে	(১) ট্রেড লাইসেন্স (২) জাতীয়	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন উপসচিব

		আবেদন (২) সরজমিনে তদন্ত/ পরিদর্শনের পর পজেটিভ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লাইসেন্স ইস্যু	পরিচয়পত্র (NID) (৩) ট্রাভেল এজেন্সি সনদ (৪) TIN সনদ (৫) হালনাগাদ আয়কর সনদ (৬) IATA সনদ (৭) ৪ কপি ছবি (৮) অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র (৯) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তালিকা (১০) আসবাবপত্রের তালিকা (১১) যোগাযোগের মাধ্যম			ফোন: +৮৮-০২-৯৫৪৬৫৯০ ইমেইল: hajj_sec1@mora.gov.bd
৪.	ওমরাহ্ লাইসেন্স নবায়ন	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন (২) কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে লাইসেন্স	(১) হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সি সনদ (২) আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র (৩) হজ লাইসেন্সের মুলকপি (৪) নবায়ন ফি	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩০ দিন	আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন উপসচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৪৬৫৯০ ইমেইল: hajj_sec1@mora.gov.bd

		নবায়ন	জমাদানের চালানের কপি			
৫.	সরকারী ভাবে গমনেচ্ছু হজযাত্রী নিবন্ধন	(১) নির্ধারিত নিবন্ধন ফর্মে আবেদন (২) যাচাই-বাছাই করে নিবন্ধন	(১) ছবি (২) পাসপোর্টের ফটোকপি (৩) প্রযোজ্যক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কপি (৪) টাকা জমা প্রদানের রশিদ	বিনামূল্যে	হজ নীতিমালা অনুযায়ী	এস. এম. মনিরুজ্জামান সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj_sec2@mora.gov.bd
৬.	মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা সংস্কার/ পুর্নবাসন সংক্রন্ত অনুদান প্রদান	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন (২) যাচাই-বাছাই ও অনুদান প্রদান	স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরসহ আবেদন	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	মো. মোস্তফা কাইয়ুম সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৪৭ ইমেইল: moragovbd@gmail.com anudan_sec@mora.gov.bd
৭.	ঈদগাহ, কবরস্থান, শশ্মান, সেমিট্রি সংস্কার/মে	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন (২) যাচাই-বাছাই ও	স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং মাননীয়	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	

	রামত/পুর্নবাসন সংক্রান্ত অনুদান প্রদান	অনুদান প্রদান	সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরসহ আবেদন			
৮.	দুঃস্থ পুর্নবাসনে অনুদান প্রদান	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন (২) যাচাই-বাছাই ও অনুদান প্রদান	(১) ছবি (২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) (৩) স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরসহ আবেদন	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	
৯.	বিদেশী মিশনারী/ এনজিও কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের এম ক্যাটাগরি ভিসা প্রদানের সম্মতি/ছাড়	প্রতিষ্ঠানের প্যাডে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	মো: আবুল কালাম আজাদ সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৪০৫৮৯ ইমেইল: moragovbd@gmail.com

	পত্র					
১০.	হজ প্যাকেজ ঘোষণা	ওয়েবসাইট, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	নির্ধারিত তারিখ	এস. এম. মনিরুজ্জামান সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj_sec2@mora.gov.bd

৯.২.২) প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১.	নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন মসজিদ ও অন্যান্য উপসনালয়ের মাসিক ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ এবং মাসিক ২০ হাজার গ্যালন পানির বিলে রেয়াত প্রদান।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	(১) রেয়াত প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা (২) বিলের কপি	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	মো. মোস্তফা কাইয়ুম সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৪৭ ইমেইল: moragovbd@gmail.com anudan_sec@mora.gov.bd
২.	ইসলামিক ফিকাহ একাডেমি এবং সলিডারিটি ফান্ডে চাঁদা প্রদান।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	মো. মোস্তফা কাইয়ুম সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৪৭ ইমেইল: moragovbd@gmail.com

						anudan_sec@mora.gov.bd
৩.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর পদ সৃজন/সংরক্ষণ/স্থায়ীকরণ।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	প্রস্তাব অনুমোদনের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৩ মাস – ৬ মাস	মো. তফিকুল ইসলাম সহকারী সচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৪৫৩০৬ ইমেইল: moragovbd@gmail.com org_sec@mora.gov.bd
৪.	ইসলামিক মিশনের পদ সৃষ্টি/ স্থায়ীকরণ/সংরক্ষণ।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	প্রস্তাব অনুমোদনের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৩ মাস – ৬ মাস	
৫.	ইমান ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট/ আন্দর কিল্লা শাহী জামে মসজিদ/যাকাত ফান্ড-এর পদ সৃজন/সংরক্ষণ স্থায়ীকরণ।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	প্রস্তাব অনুমোদনের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৩ মাস – ৬ মাস	
৬.	নতুন প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই বাছাইকরণ	ডিপিপি/টিপিপি ফরম্যাটে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক	ডিপিপি/টিপিপি	বিনামূল্যে	৫ – ১০ দিন	মো. সাখাওয়াত হোসেন উপসচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৬৬৬০ ইমেইল: moragovbd@gmail.

		যাচাই বাছাইকরণ				com ds dev@mora.gov.bd
৭.	নতুন প্রকল্প প্রস্তাব জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ	প্রকল্পের ডিপিপিসহ অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ	ডিপিপি ও যথাযথ ভাবে পুরণকৃত ছক	বিনামূল্যে	১৫ – ২০ দিন	
৮.	নতুন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	ডাকযোগে	প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
৯.	অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি	ডাকযোগে	অনুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি ও অনুমোদন আদেশের কপি	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১০.	অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ	ডাকযোগে	পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১১.	অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দের বিভাজন আদেশ জারি	ডাকযোগে	অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১২.	অনুমোদিত প্রকল্পের অর্থ অবমুক্ত	ডাকযোগে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	

			বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।			
১৩.	ইমাম প্রশিক্ষণ একডেমির অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থ ছাড়	ডাকযোগে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১৪.	এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে প্রাপ্ত বেসরকারী সেচ্ছাসেবী সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে মতামত	ডাকযোগে	প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১৫.	হজযাত্রীদের ভিসা লজমেন্ট	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	এস. এম. মনিরুজ্জামান সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj_sec2@mora.gov.bd
১৬.	ভিসার জন্য সকল হজযাত্রীদের ডিও পত্র প্রদান	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	২০ – ৩০ দিন	
১৭.	হজ ক্যাম্পে হজ মৌসুমে দোকান বরাদ্দ	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	১ মাস	
১৮.	হজযাত্রীদের তথ্য হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	

	অন্তর্ভুক্তির জন্য হজ এজেন্সীর মালিক ও প্রতিনিধিদের আইটি প্রশিক্ষণ	প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান				
১৯.	ধর্মীয় পর্যায়ে সাধারণ/নির্বাহী আদেশে ছুটি ঘোষণা সংক্রান্ত	দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব/ছুটির তালিকা	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	মো. তফিকুল ইসলাম সহকারী সচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৪৫৩০৬ ইমেইল: moragovbd@gmail.com org_sec@mora.gov.bd
২০.	অডিট আপত্তির ব্রডশীড জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ	নির্ধারিত ফরম্যাটে	প্রযোজ্য প্রমাণপত্র	বিনামূল্যে	১৫- ২০ দিন	আজম উদ্দীন তালুকদার সহকারী সচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৪৬৬৮১ ইমেইল: moragovbd@gmail.com cord_sec@mora.gov.bd

৯.২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১.	মন্ত্রণালয়ের ৩য়/৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের নিয়োগ/পদোন্নতি।	(১) আবেদন (২) DPC ‘র সুপারিশ (৩)	(১) চূড়ান্ত নির্বাচনের ফলাফল (২) প্রযোজ্যক্ষেত্রে ছাড়পত্র	বিনামূল্যে	৪- ৬ মাস	মহ: আব্দুর রশিদ মোল্লাহ সহকারী সচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৪০১৬৪ ইমেইল:

		যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	(৩) ACR (৪) DPC'র সুপারিশ			moragovbd@gmail.com admin_sec1@mora.gov.bd
২.	২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ও ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পেনশন কেস প্রক্রিয়াকরণ /মঞ্জুরকরণ।	(১) নির্ধারিত পেনশন ফর্মে আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	(১) এস এস সি সনদ (২) ছুটির রিপোর্ট (৩) প্রযোজ্য না-দাবী পত্র	বিনামূল্যে	১৫ – ৩০ দিন	
৩.	মৃত ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও ৩য়/৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীগণের গ্রুপ ইনস্যুরেন্স/ ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত টাকা প্রাপ্তি/আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ ও ঋণ মওকুফ।	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	প্রযোজ্য প্রত্যয়নপত্র	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	মহ: আব্দুর রশিদ মোল্লাহ সহকারী সচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৪০১৬৪ ইমেইল: moragovbd@gmail.com admin_sec1@mora.gov.bd
৪.	অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি/ এলপিআর-এ যাওয়ার জন্য সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারির আবেদনপত্রের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ/এল পি সি না-দাবিনামা প্রদান।	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	(১) এস এস সি'র সনদ (২) ছুটির রিপোর্ট	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
৫.	ক্যাডার/নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারীগণের পেনশন কেস, বকেয়া পাওনা/নিষ্পত্তিকরণ।	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	(১) এস এস সি সনদ (২) ছুটির রিপোর্ট (৩) প্রযোজ্য না-দাবী পত্র	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
৬.	মন্ত্রণালয়ের কর্মচারিদের বাসা বরাদ্দ/সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসঙ্গে	(১) আবেদন (২) বাসা	বর্তমান মুল বেতন ও স্কেল	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	মহ: আব্দুর রশিদ মোল্লাহ সহকারী সচিব

	আবেদন বিবেচনাকরণ।	বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ (৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন				ফোন: +৮৮-০২-৯৫৪০১৬৪ ইমেইল: moragovbd@gmail.com admin_sec1@mora.gov.bd
৭.	সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/ কর্মচারিগণের বিভিন্ন অগ্রিম মঞ্জুরী	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	প্রযোজ্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
৮.	মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের টেলিফোন ব্যক্তিগতকরণ/ নতুন সংযোগ/ অনুমোদন	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
৯.	কর্মচারিদের পাওনা/ লিভারেজ	(১) আবেদন (২) ক্রয় কমিটির সুপারিশ (৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	১৫ – ২০ দিন	

৯.২.৪) আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা প্রদানের ওয়েব পেজ

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (www.islamicfoundation.gov.bd)
- বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয় (www.waqf.gov.bd)
- হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (www.hindutrust.gov.bd)
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (www.brwt.gov.bd)
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (www.crwt.gov.bd)

- হজ অফিস, ঢাকা (www.hajj.gov.bd)

৯.৩) আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা

ক্রমিক	প্রতিশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান
২	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করা
৩	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা

৯.৪) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তার কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্রমিক	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	মো: রবিউল ইসলাম যুগ্মসচিব ফোনঃ ২২৩৩৮১৮৮৪ ই-মেইলঃ ds_budget@mora.gov.bd moragovbd@gmail.com ওয়েবঃ www.mora.gov.bd	তিন মাস
২.	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	মো: নায়েব আলী মন্ডল (৫৭৬৩) যুগ্মসচিব ফোনঃ ০২২২৩৩৫৬৩৫৪ ই মেইলঃ- ads_admin@mora.gov.bd moragovbd@gmail.com	এক মাস

			ওয়েবঃ www.mora.gov.bd	
৩.	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫ নম্বর গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ওয়েব: www.grs.gov.bd	তিন মাস

১০. আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার কার্যক্রমের বিবরণ

১০.১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি

ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশবলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট' প্রণীত হয়। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। সুপ্রাচীনকাল থেকে এ দেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের লালন ও চর্চা হয়ে আসছে। ইসলামের এই সমুন্নত আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এ্যাক্ট অনুযায়ী এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(ক) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইন্স্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(খ) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইন্স্টিটিউট এবং সমাজসেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূহকে আর্থিক সহায়তা দেয়া;

(গ) সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর গবেষণা পরিচালনা;

(ঘ) ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা;

(ঙ) ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তার প্রসার ঘটানো। জনপ্রিয় ইসলামী সাহিত্য সুলভে প্রকাশ করা এবং সেগুলির বিলি-বণ্টন উৎসাহিত করা;

(চ) ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুসিত্মকা অনুবাদ করা, সংকলন করা ও প্রকাশ করা;

(ছ) ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর সম্মেলন, বক্তৃতামালা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা;

(জ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা;

(ঝ) ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া, প্রকল্প গ্রহণ করা কিংবা তাতে সহায়তা করা;

(ঞ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা;

(ট) বায়তুল মুকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতিবিধান করা; এবং

(ঠ) উপর্যুক্ত কার্যাবলির যেকোনটির ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক বা আপতিক সকল কাজ সম্পাদন করা।

বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন সরকারী অর্থে পরিচালিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম একটি বৃহৎ সংস্থা হিসেবে নন্দিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর ছাড়াও বায়তুল মোকাররমস্থ অফিসে প্রধান কার্যালয়ের কয়েকটি বিভাগীয় কার্যালয় রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয়ভাবে ১৭টি বিভাগ, ৭টি প্রকল্প, ১টি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, মাঠপর্যায়ে ৮টি বিভাগীয়সহ ৬৪টি জেলা কার্যালয় এবং আর্তমানবতার সেবায় ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী কেন্দ্রের মাধ্যমে সারাদেশে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

বোর্ড অব গভর্নরস

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা-এটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। ফাউন্ডেশনের সার্বিক নীতি নির্ধারণ, নির্দেশনা প্রদান, কার্যক্রম গ্রহণ, তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সম্মানিত মহাপরিচালক উক্ত বোর্ডের সদস্য-সচিব।

সাংগঠনিক কাঠামো

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক। তিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী। বোর্ড অব গভর্নরসের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকে। কার্য সম্পাদনে তাঁকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রেষণে নিযুক্ত ১ জন সচিব, ১৮ জন পরিচালক, ১জন প্রকল্প ব্যবস্থাপক (প্রেস), ১ জন তত্ত্বাবধায়ক এবং ৫ জন প্রকল্প পরিচালক রয়েছেন। মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণে তাঁরা প্রত্যেকে এক-একটি বিভাগ/প্রকল্পের প্রধান।

জনবল

বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে ১৮১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সম্মানী/ভাতার ভিত্তিতে ৭৫,৮৮৩ জন সহ সর্বমোট ৭৭,৬৯৬ জন কর্মরত রয়েছে।

তহবিল

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর তহবিল-এর উৎস হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত অনুদান ও ঋণ, বিদেশি রাষ্ট্র অথবা সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্ত সাহায্য ও ঋণ, দান ও অনুদান, বিনিয়োগ, রয়্যালটি ও সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয়।

২০২১-২০২২ অর্থ বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:

১। **প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প** :

প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)"শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৬/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখে সম্পূর্ণ জিওবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। গত ২৮/০১/২০২২খ্রি. তারিখে ২য় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পটি জুন/২০২৪ পর্যন্ত অনুমোদিত হয়।

এ পর্যন্ত ৫১৯টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ৫১৬টি, নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে ৪২৬টি। নির্মাণ কাজ শুরু হওয়া মসজিদগুলির মধ্যে ৪র্থ তলা ছাদ ঢালাই হয়েছে ১৭টি. ৩য় তলার ছাদ ঢালাই হয়েছে ১১৯টি, ২য় তলার ছাদ ঢালাই হয়েছে ২২টি, ১ম তলা ছাদ ঢালাই হয়েছে ৩৩টি, মাটি কাটা, ফুটিং ঢালাই, পাইল, গ্রেডবীম, কলাম ও অন্যান্য কাজ চলছে ১১৭টি, জমির দখল না পাওয়া ও মামলা সংক্রান্ত জটিলতায় কাজ শুরু হয়নি ১৩৪টি। ৫০টি মডেল মসজিদের কাজ সমাপ্ত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন মসজিদের মধ্যে ৫টি মসজিদের ছবি নিম্নরূপ:

ভোলা জেলার তজুমদ্দিন উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

ফরিদপুর জেলার ভাংগা উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

২। মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প :

(ক) সারাদেশে ২৮৮০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, ৪৪২০০টি সহজ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যালয়গামী ও ঝরেপড়া কিশোর-

কিশোরীদেরকে নৈতিকতা ও পবিত্র কুরআন শিক্ষা প্রদান এবং ৭৬৮টি বয়স্ক কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৯২০০জন বয়স্ক নারী ও পুরুষকে সাক্ষরতা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করার মাধ্যমে সর্বমোট ১ কোটি ২১ লক্ষ ৫১ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী করা ;

(খ) ২০৫০জন কেয়ারটেকার ও ৫৩৫জন ফিল্ড সুপারভাইজারের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম নিবিড় পরিদর্শন ও মনিটরিং নিশ্চিত করা এবং

(গ) প্রকল্পের আওতায় ৭৩ হাজার ৭৬৮জন শিক্ষক, ২০৫০জন কেয়ারটেকার, ৬৫জন কর্মীসহ মোট ৭৫ হাজার ৮৮৩জন কওমী ও আলিয়া নেসাবের আলেম-ওলামা এবং সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বেকার নারী-পুরুষের মাসিক সম্মানী ভিত্তিক এবং ৭৮৭জন নিয়মিত জনবলের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের পাঠদান

সহজ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের পাঠদান

বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের পাঠদান

৩। হাওড় এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ প্রকল্প :

সেমিনার বাস্তবায়ন:

লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে হাওর অঞ্চলের ০৭টি জেলার ইমাম, খতীব, ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ জণগণের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট জেলার মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য,ডিজি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে ০৭ টি সেমিনার বাস্তবায়ন করা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য তথ্য

৩ দিন মেয়াদি ইমাম প্রশিক্ষণ:

লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে হাওর অঞ্চলের ০৭টি জেলায় ডিপিপির প্রভিশন অনুসারে ৮১টি ব্যাচের মাধ্যমে ৮৬০০ জন ইমামকে ০৩ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ :

হাওর অঞ্চলের জনগণকে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে মসজিদে টাঙানোর নিমিত্ত ২৫০০০ টি পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়।

প্রাক খুতবা মুদ্রণ ও বিতরণ : হাওর অঞ্চলের মসজিদ সমূহে বয়ান করার লক্ষ্যে ৫২টি প্রাক-খুতবা সম্বলিত ১২৫০০ কপি প্রাক-খুতবার বই মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়।

সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং বায়তুল মোকাররম ডায়াগনস্টিক সেন্টার শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প:

অত্র প্রকল্পের আওতায় সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং বায়তুল মোকাররম ডায়াগনস্টিক সেন্টার শক্তিশালীকরণ (১ম

সংশোধিত)”শীর্ষক প্রকল্পের অংশ হিসেবে সিরতা, ময়মনসিংহ ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স-এর ৪তলা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল

ভবন নির্মাণ কাজ, হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক, ডাক্তার, নার্স ও কর্মচারীদের জন্য বাসভবন, মসজিদ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ কিচেন ক্যান্টিন, আরসিসি রোড, গার্ডরুম, মেইন গেট, কম্পাউন্ড ড্রেন-এর কাজ সম্পন্ন। স্টাফ কোয়াটার ও ওয়ার্ডবয় ডরমেটরীর ফাইনাল রং ফিনিশিং-এর কাজ সম্পন্ন। মেইন গেট-এর ফাইনাল ফিনিশিং কাজ সম্পন্ন। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

সিরতা, ময়মনসিংহ ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স-এর ছবি।

কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স-এর ছবি

চিত্র: মালামাল গ্রহণ কমিটি কর্তৃক মেডিকেল যন্ত্রপাতি গ্রহণের সচিত্র প্রতিবেদন। চিত্র: হাসপাতালে সরবরাহকৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতির সচিত্র প্রতিবেদন।

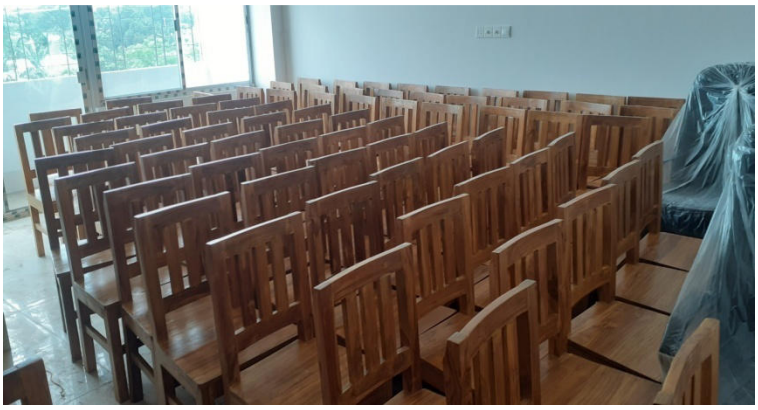

হাসপাতালে সরবরাহকৃত আসবাপত্রের নমুনা চিত্র।

হাসপাতালের জন্য ক্রয়কৃত এ্যাম্বুল্যেন্স

“ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় নতুন মেশিনারীজ সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থবছরে সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন।

প্রকল্পের কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ২টি ডেস্কটপ কমিপউটার, ২টি লেজার প্রিন্টার, ১০টি পাবলিমিং কম্পিউটার (ম্যাক), ১২টি ইউপিএস এবং ২টি হাই রেজ্যুলেশন কালার লেজার প্রিন্টার বরাদ্দ ছিল যা ক্রয় করা হয়েছে।অফিস সরঞ্জাম খাতে ১৩টি ক্যাসেট টাইপ এসি ও ১ সেটি প্রিন্টিং মেশিনারীজ টুলস ক্রয় করা হয়েছে।অসবাবপত্র খাতে ৪টি কম্পিউটার টেবিল, ১২টি যন্ত্রপাতি রাখার ড্রয়ার এবং ২৫টি মেশিনের টেবিল ক্রয় করা হয়েছে।যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি খাতে ১টি ৪ কালার শীট ফিড অফসেট প্রিন্টিং মেশিন, ১টি থ্রি নাইফ ট্রিমার পেপার কাটিং মেশিন, ২টি অটোমেটিক বুক বাইন্ডিং মেশিন, ১টি কম্পিউটার টু প্লেট (সিটিপি) মেশিন ও ১অটোমেটিক ইউভি কোটিং এন্ড কিউরিং মেশিন বরাদ্দ ছিল। কিন্তু বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যে ডলার এবং ইউরোর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ৬টি মেশিনের মধ্যে ১টি ৪ কালার শীট ফিড অফসেট প্রিন্টিং মেশিন ক্রয়ের এলসি করা হয়েছে।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)উদযাপন

১৪৪৩ হিজরি উদযাপন উপলক্ষে ১৫ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শূভ উদ্বোধন করা হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব মো: ফরিদুল হক খান এম.পি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পক্ষকাল ব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় ওয়াজ মাহফিল, ক্বেরাত মাহফিল, রাসুলুল্লাহ (স.) এর শানে স্বরচিত কবিতা মাহফিল, হামদ ও নাত মাহফিল, বাংলাদেশ বেতারের সাথে যৌথভাবে ৭ দিন ব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠান, ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন ও বাস্তবায়ন করা হয়।ইসলামিক ফাউন্ডেশন

বায়তুল মুকাররমস্থ মিলনায়তনে এসব অনুষ্ঠান সামাজিক দুরত্ব ও স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালন করে দর্শকদের উপস্থিতিতে এবং অনলাইনে (ফেসবুক ও ইউটিউবে) অনুষ্ঠান প্রচার ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে দেশের বিশিষ্ট ওয়ায়েজীন, ক্বারী, সাহিত্যিক, নবীণ ও প্রবীণ শিল্পি, ইসলামী চিন্তাবিদ,গবেষক,ওলামাগণ এবং সর্বস্তরের জনগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস, আন্তজার্তিক দিবস ও বিশেষ পর্ব পালন :

জাতীয় ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস, আন্তজার্তিক দিবস ও বিশেষ পর্ব যেমন: পবিত্র লাইলাতুল মিরা’জ, পবিত্র লাইলাতুল বরাত,

শবে ক্বদর, পবিত্র ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম, আখেরী চাহার সোম্বা, পবিত্র আশুরা, জুমা‘তুল বিদা, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস,ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, মহান মে দিবস, বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ,পদ্মা সেতু উদ্ধোধন উপলক্ষে বিশেষ দোয়া ইত্যাদি যথাযথ মর্যাদায় প্রায় ২০ টি অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা হয় এবং অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০০ জন অংশগ্রহণ করেন ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকীতে   জাতীয় শোক দিবস ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচির প্রতিবেদন

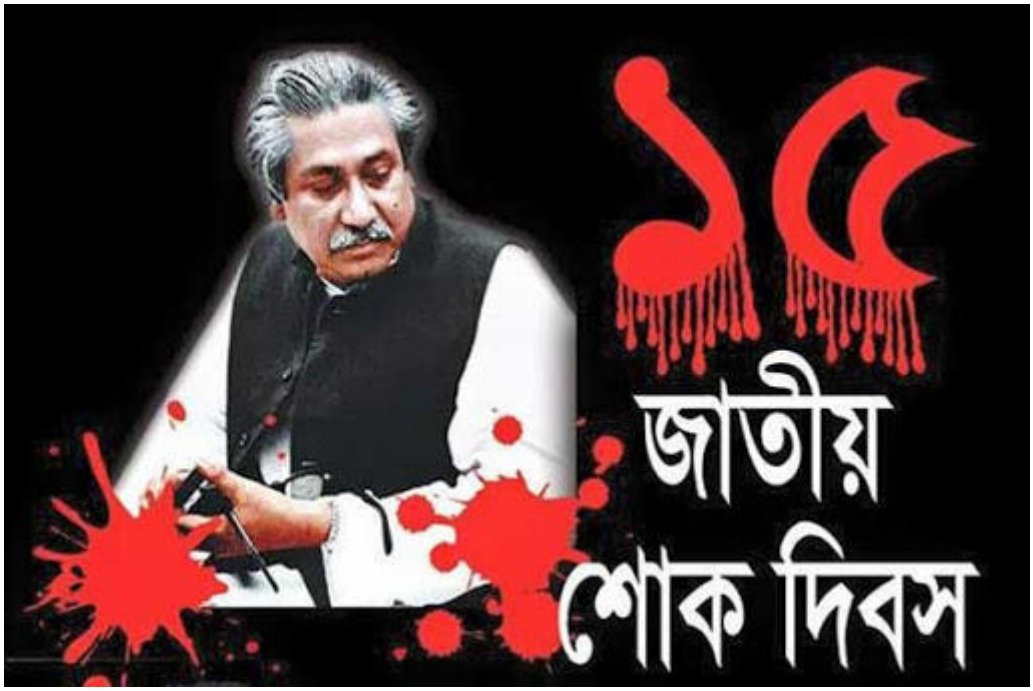

জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়, বায়তুল মুকাররম কার্যালয়, সকল বিভাগীয় টি ইসলামিক মিশন৫০ ,জেলা কার্যালয়/কেন্দ্র ও ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিসহ অন্যান্য সকল অফিস ভবনে ১৫ আগস্ট রবিবার সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে।

দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও **জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে** ১৫ আগস্ট রবিবার বাদ যোহর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদসহ সারাদেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। দোয়া ও মোনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা হয়।

বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ১০০ কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ১৫ আগস্ট রবিবার সকালে ১০০ জন কুরআনে হাফেজের মাধ্যমে ১০০ বার কুরআন খতম সম্পন্ন হয়েছে। কুরআন খতম শেষে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মুনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মো: ফরিদুল হক খান এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মসচিব মোঃ নূরুল ইসলাম পিএইচ.ডি। অন্যান্যের মধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের পরিচালক ফারুক আহম্মেদ, প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে মোট ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের পরিচালক মোঃ নজিবুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব মোহাম্মদ আবদুল

কাদের শেখ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালকবৃন্দ ও কর্মকর্তা-কর্মচারিরা উপস্থিত ছিলেন। দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মুফতি মাওলানা মো: মিজানুর রহমান।

টুঙ্গিপাড়া জাতির পিতার মাজারে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া মাহফিল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে ১৫ আগস্ট সকালে ১০০ জন হাফেজের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন খতম ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া ও মুনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। সাবেক মন্ত্রী কর্নেল ,ফারুক খান এমপিসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ (.অব) মাননীয় সংসদ সদস্যগোপালগঞ্জ আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ ও সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা দোয়া ও , মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন।

বনানী কবরস্থানে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে ১৫ আগস্ট সকাল ৯.৩০ টায় বনানী কবরস্থানে পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ মসজিদসমূহে কোরখান খতম ও বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ ও জমিয়তুল ফালাহ্ মসজিদ, রাজশাহীর হাতেম খাঁ জামে মসজিদ ও নবনির্মিত ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দিনব্যাপি বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও **জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয় ও বায়তুল মুকাররম কার্যালয়সহ ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রে ১৫ আগস্ট দিনব্যাপি ফ্রি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।**

মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে আলোচনা সভা কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালনের উদ্দেশ্যে ১৫ আগস্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়, ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র ও ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম শীর্ষক আলোচনা সভা এবং কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাসিক অগ্রপথিক ও সবুজপাতার জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা প্রকাশ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়মিত প্রকাশনা মাসিক অগ্রপথিক ও সবুজপাতা পত্রিকার সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় জাতীয় শোক দিবসের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর দেশের প্রসিদ্ধ বুদ্ধিজীবীমাধ্যমে সাময়িকীকে সমৃদ্ধ করা হয়। সাহিত্যিক ও গবেষকগণের তথ্যবহুল লেখনীর ,লেখক ,

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০২ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ পালনের উদ্দেশ্যে

জাতীয় পতাকা উত্তোলন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়, বায়তুল মুকাররম কার্যালয়, সকল বিভাগীয়,জেলা কার্যালয়/ ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র ও ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিসহ অন্যান্য সকল অফিস ভবনে ১৭ মার্চ ২০২২ বৃহস্পতিবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

১৭ মার্চ বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে আলোচনা সভা, কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১৭ মার্চ বৃহস্পতিবার বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে আলোচনা, কোরআনখানি, বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মুনিম হাসান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরসের গভর্নর ড. মাওলানা মুহাম্মদ কাফিলুদ্দীন সরকার, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ফারুক আহম্মেদ, প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ১ টি করে ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ নজিবর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব মোহাম্মদ আবদুল কাদের শেখ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালকবৃন্দ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসল্লিগণ উপস্থিত ছিলেন। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মুফতি মাওলানা মোঃ মিজানুর রহমান।

দিনব্যাপি চিকিৎসা সেবা প্রদান

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও **জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয় ও বায়তুল মুকাররম কার্যালয় ও ঝালকাঠি ইসলামিক মিশন হাসপাতালসহ ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রে দিনব্যাপি বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।**

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিস্থলে ১০০ বার কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে ১০০ জন হাফেজের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন খতম ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া ও মুনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। সভায় মাননীয় সংসদ সদস্যগোপালগঞ্জ আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ ও সরকারের উর্ধ্বতন , কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ মসজিদসমূহে কোরখান খতম ও বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ ও জমিয়তুল ফালাহ্ মসজিদ, রাজশাহীর হাতেম খাঁ জামে মসজিদ ও নবনির্মিত ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বনানী কবরস্থানে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে ১৭ মার্চ সকাল ৯.০০ টায় বনানী কবরস্থানে পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সহ সকল ইউনিটে আলোচনা সভা, কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ পালনের উদ্দেশ্যে ১৫ আগস্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়, ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র ও ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম শীর্ষক আলোচনা সভা এবং কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন

স্কুল, আলিয়া, কওমি, ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিয়ে দেশের প্রতিটি উপজেলায় রচনা ও ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ১ম-৫ম শ্রেণির রচনা প্রতিযোগিতার বিষয়: 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' এবং ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির জন্য 'ইসলামের প্রচার ও প্রসারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান'। এছাড়া ক্বিরআত, আযানই মার্চের ভাষণ৭ ,ের অনুকৃতি, হামদ-না'ত ও উপস্থিত বক্তৃতা ইভেন্টে ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে।

অগ্রপথিক ও সবুজপাতার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ

জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়মিত প্রকাশনা মাসিক অগ্রপথিক ও সবুজপাতা পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন

৩১ মার্চ ২০২২ বৃহস্পতিবার সকালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়ের দ্বিতীয় তলায় নির্মিত বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্বোধন করেছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান এমপি। এ সময় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী এনামুল হাসান এনডিসি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান ও অতিরিক্ত সচিব মোঃ মুনিম হাসানসহ পরিচালকবৃন্দ ও কর্মকর্তা-কর্মচারিরা উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ের আলোকচিত্র দিয়ে কর্নারটি সাজানো হয়েছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মভিত্তিক ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসসমৃদ্ধ বিভিন্ন গ্রন্থ স্থান পেয়েছে।

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে জাতির পিতার আদর্শকে কর্মক্ষেত্রে যথাযোগ্য মর্যাদায় লালন ও তাঁর অনুপ্রেরণাকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন করা হলো। ইসলামিক ফাউন্ডেশনে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপনের মাধ্যমে সকলে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে আরো বেশি করে জানতে পারবে ও গবেষণার সুযোগ পাবে।

১৯৫২ ভাষা আন্দোলন

তামাক ও মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম

১. **জুমআর প্রাক খুতবায় তামাক ও মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান :**

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে তামাক ও মাদকের কুফল, ক্ষতিকর দিক এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশের প্রতিটি মসজিদে জুমআর খুতবার পূর্বে খতিব/ইমাম সাহেবদের বয়ান/বক্তব্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২. **ইমাম প্রশিক্ষণের সিলেবাসে তামাক ও মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ক্লাশ অন্তর্ভুক্তকরণ:**

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত ইমাম সাহেবদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ সিলেবাসে 'মাদক, তামাক ও ধুমপানের ক্ষতিকর দিক ও প্রতিরোধে করণীয়' এবং 'মানবদেহের বিভিন্ন অংশে মাদকের প্রভাব ও মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন' ২টি ক্লাশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তামাক ও মাদকদ্রব্যের কুফল ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থী ইমাম সাহেবদের ধারণা প্রদান করা হয় যাতে তাঁরা জুমআর বয়ানে এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করতে পারে।

৩. **মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের শিক্ষকদের মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা:**

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে প্রায় ৭৩,৩৬৮ জন শিক্ষক শিশুদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্কদের পবিত্র কোরআন শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। শিক্ষকদের নিয়ে প্রতি মাসে উপজেলা পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় তামাক ও মাদকদ্রব্যের কুফলসহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় যাতে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে তাঁরা ভূমিকা পালন করতে পারে।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম

জুমআর প্রাক খুতবায় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য প্রদান

জুমআর প্রাক খুতবায় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য প্রদান নিশ্চিত করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশের সকল মসজিদের সম্মানিত খতিব/ ইমাম এবং মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকদের মাধ্যমে প্রচারণা অব্যাহত রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। এজন্য পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে কাউন্টার ন্যারেটিভ অর্থাৎ মডেল বক্তৃতা প্রস্তুত করে বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভা আয়োজন

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা ও ৪৯০টি উপজেলায় আলেম-ওলামা, খতিব-ইমাম সাহেবদের অংশগ্রহণে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, দিনাজপুর ও সিলেট এই ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়মিত ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সে 'সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলাম' এই বিষয়টি আব্যশ্যকীয় কোর্স হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইসলামের মৌলিক জ্ঞানের পাশাপাশি ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালি ইতিহাস ঐহিত্য, পরিবার কল্যাণ, কৃষি ও বনায়ন, মৎস্য চাষ ও গবাদি পশু পালন, বৃক্ষরোপন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা, পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়ন, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচিতি, তথ্য ও প্রযুক্তি, বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং কৃষি ও বনায়ন ইত্যাদি বিষয়ে ইমাম-খতিবদের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।

এছাড়া বেকার যুবক এবং ইমাম, খতিব ও মুয়াজ্জিনকে বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে ইমাম-খতিবদেরকে একদিনে যেমন স্বাবলম্বী করা হচ্ছে অন্যদিনে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রচারণায় তাঁদেরকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের জনবল কর্তৃক জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী প্রচার প্রচারণা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ৫০৫ জন ফিল্ড সুপারভাইজার, ২০০০ জন সাধারণ ও মডেল কেয়ারটেকার, ৬৪ জন মাস্টার ট্রেইনার এবং ৭৩ হাজার ৭৬৮ জন গণশিক্ষার শিক্ষককে দীনী শিক্ষা প্রদানের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিপুল ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে প্রচার প্রচারণা চালানো হয়। বিশেষত গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকগণ মসজিদের ইমাম কিংবা মুয়াজ্জিন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট মসজিদে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইসলামিক মিশনের জঙ্গিবাদবিরোধী প্রচারণা কার্যক্রম

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামিক মিশন বিভাগের তৃণমূল পর্যায়ে অবস্থিত ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র ও ৪৬৫টি মক্তবে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে আলোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।

১০.২ বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়

১) ভূমিকা :

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন একটি ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন ভিত্তিক, সামাজিক কল্যাণকর ও সেবামূলক স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্ফ এ্যাক্ট অনুসারে এ সংস্থার সৃষ্টি হয়। ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ অনুযায়ী ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাই এ সংস্থার মূল লক্ষ্য। ফলশ্রুতিতে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ সংশোধনী আইন ২০১৩ এবং ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩ প্রনয়ন করা হয়েছে। Services Delivery দ্রুত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এ কার্যালয়ের Innovative কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

২) দায়িত্ব ও কার্যাবলি :

- ✓ ওয়াক্ফ সম্পত্তি চিহ্নিতকরণ ও তালিকাভুক্তকরণ;
- ✓ ওয়াক্ফ সম্পত্তির প্রকৃতি, পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন;
- ✓ ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয়-ব্যয় হিসাব নিরীক্ষাকরণ;
- ✓ ওয়াক্ফ দলিলের শর্তাবলী প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ;
- ✓ ওয়াক্ফ দলিলের শর্তানুযায়ী এস্টেটসমূহের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ ও কমিটি অনুমোদন;
- ✓ ওয়াক্ফ দলিলের শর্তানুযায়ী বৃত্তিভোগীদের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ✓ ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যে ও কল্যাণকর কার্যাদিতে সম্পত্তি ও এর আয়ের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- ✓ ওয়াকিফের নির্দেশনা মতে জনহিতকর কর্মকান্ড সম্প্রসারণসহ আধুনিকায়ন নিশ্চিতকরণ;
- ✓ ওয়াক্ফ সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে নির্দেশনা প্রদান;

- ✓ ওয়াক্‌ফ দলিলে মোতাওয়াল্লীর পারিশ্রমিকের উল্লেখ না থাকলে পারিশ্রমিক নির্ধারণ;
- ✓ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগের জন্য নির্দেশ প্রদান;
- ✓ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উন্নয়নে বাস্তবতা ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ✓ মোতাওয়াল্লীর বেআইনী কার্যকলাপের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ✓ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী উচ্ছেদ করা;
- ✓ কোন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ কিনা এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান;
- ✓ ওয়াক্‌ফ সম্পর্কিত বিচারাধীন মামলা মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরিচালনা ও তদারকি করা, এবং
- ✓ ওয়াক্‌ফের স্বার্থ যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, রক্ষনাবেক্ষণ ও প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন।

৩) সাংগঠনিক কাঠামো:

১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এ সংস্থার অনুমোদিত জনবল ছিল ৭০টি। পরবর্তীতে ৫৫টি পদের অনুমোদনসহ সর্বমোট ১২৫ পদ বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

বিভিন্ন সময়ে অনুমোদিত জনবলের বিবরণ

ক্রমিক	পদের নাম	এনাম কমিটি অনুমোদিত পদ	সরকার অনুমোদিত পদ	মোট অনুমোদিত
১	২	৩	৪	৫
১.	কর্মকর্তা	২	১২	১৪
২.	কর্মচারী	৬৮	৪৩	১১১
	সর্বমোট	**৭০**	**৫৫**	**১২৫**

কর্মরত ও শূন্য পদের বিবরণ

ক্রমিক	পদের নাম	মোট অনুমোদিত	মোট কর্মরত	মোট শূন্য
১	২	৩	৪	৫
১.	কর্মকর্তা	১৪	০৫	০৯
২.	কর্মচারী	১১১	৯৪	১৭
	সর্বমোট	**১২৫**	**৯৯**	**২৬**

- **মোট কর্মরত জনবল : ৯৯ জন**
- **দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কর্মরত জনবল = ৩ জন**

৪) বাজেট :

এক নজরে বাজেট ২০২১-২০২২

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	ছয় মাসের প্রকৃত আয়/ ব্যয় ২০২১-২০২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২০২২	প্রকৃত আয়/ ব্যয় ২০২১-২০২২
ক	**ক. রাজস্ব**					
১	চাঁদা আদায়	১৭১০.৯২	১৭১০.৯২	৪৪০.৫০	১৭১০.৯২	৮৮১.৩০
২	সরকারি থোক বরাদ্দ	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৩৬.০০	৭৫.০০	৭৫.০০
৩	অন্যান্য প্রাপ্তি	৮৪.০০	৮৪.০০	৪২.০০	৮৪.০০	৯২.০০
	মোট রাজস্ব	**১৮৬৯.৯২**	**১৮৬৯.৯২**	**৫১৮.৫০**	**১৮৬৯.৯২**	**১০৪৮.৩০**
খ						
১	প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়	৮৫৭.৮০	৮৫৭.৮০	৩৮৯.০৫	৮৫৭.৮০	৮৫৭.৮০
	মোট খরচ	৮৫৭.৮০	৮৫৭.৮০	৩৮৯.০৫	৮৫৭.৮০	৮৫৭.৮০
	উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি	**১০১২.১২**	**১০১২.১২**	**১২৯.৪৫**	**১০১২.১২**	**১৯০.৫০**
গ						
১	নিজস্ব অর্থায়ন					
	মোট উন্নয়ন বাজেট					
১	রাজস্ব বাজেট	১৮৬২.৯২	১৮৬২.৯২	৫১৮.৫০	১৮৬৯.৯২	১০৪৮.৩০
২	উন্নয়ন বাজেট					
	মোট বাজেট	১৮৬২.৯২	১৮৬২.৯২	৫১৮.৫০	১৮৬৯.৯২	১০৪৮.৩০

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনে সরকারি অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় ও অগ্রগতির বিবরণ :

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	বরাদ্দের পরিমাণ	ব্যয়ের পরিমাণ	অগ্রগতি
২০২১-২০২২	৭৫.০০	৭৫.০০	১০০%

৫) সার্বিক কর্মকান্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জন

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যাবলী

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	অর্জন/অগ্রগতি
০১	ওয়াক্ফ সম্পত্তি চিহ্নিত ও তালিকাভুক্তকরণ	৮৩
০২	ওয়াক্ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ	১৭১
০৩	ওয়াক্ফ এস্টেটের কমিটি গঠন	১১৭
০৪	ওয়াক্ফ সম্পত্তি অডিটকরণ	১৩০৫
০৫	অবৈধ দখলদার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে উচ্ছেদ	৯
০৬	ওয়াক্ফ সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধনের গৃহীত ব্যবস্থা	১৩
০৭	ওয়াক্ফ এস্টেট পরিচালনা সংক্রান্ত অভিযোগ নিস্পত্তি	১০

ওয়াক্ফ চাঁদা আদায়

অর্থ বছর	মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট আদায়	আদায়ের হার
২০২১-২০২২	১৭১০.৯২	৮৮১.৩০	৫১.৫১%

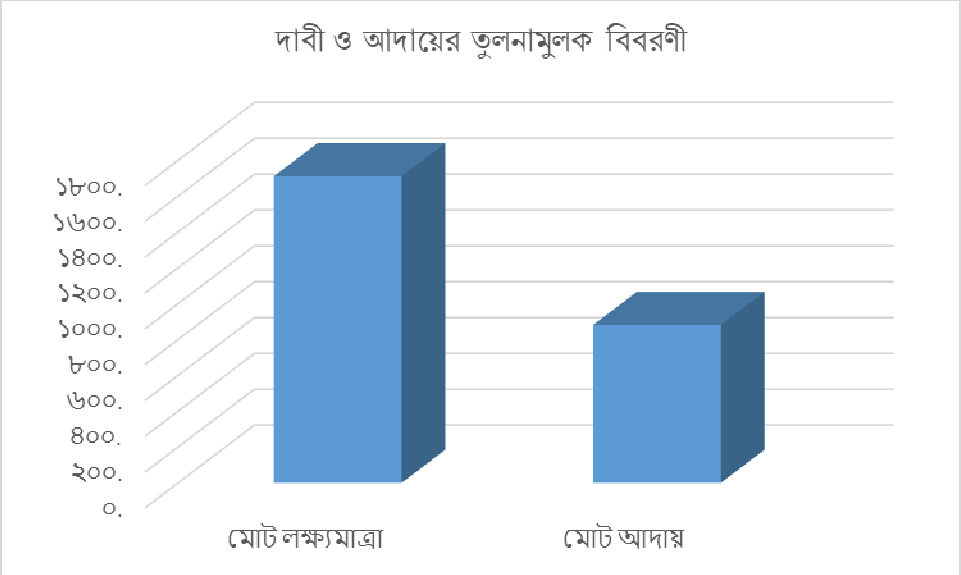

বিভিন্ন ওয়াক্‌ফ এস্টেট কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবামূলক পদক্ষেপ :

- ✓ এতিম শিক্ষার্থী ও অসহায়দের সহযোগিতা প্রদান;
- ✓ দুস্থ এবং অসহায়দের চিকিৎসা সেবায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;
- ✓ অসহায় এবং দুস্থদের পূর্নবাসনের সহযোগিতা প্রদান;
- ✓ অসহায় এবং দরিদ্রদের বিবাহে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;
- ✓ নও মুসলিমদের সহযোগিতা প্রদান;
- ✓ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
- ✓ বিভিন্ন প্রাসঙ্গীক বিষয়ে জনসচেতনতামুলক লিফলেট বিতরন;
- ✓ প্রতি ঈদে অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে বস্ত্র, সেমাই, চিনি ও গোশ্‌ত বিতরন;
- ✓ সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন মিরপুরস্থ হযরত শাহ্ আলী বাগদাদী (র:) জেনারেল হাসপাতাল বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে।
- ✓ মানুষের সামনে জঙ্গিবাদ, মানুষ হত্যা, মাদক, দূর্নীতি, বাল্যবিবাহ, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি বিষয়ে জুমার খুতবায় ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনার মাধ্যমে সাধারন মুসল্লী এবং জনসাধারনকে এসকল ঘৃণ্য, গর্হিত কাজ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানানো হয়;
- ✓ হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ কর্তৃক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে অসহায় দুস্থ জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা প্রদান;
- ✓ আহম্মদ আলী পাটওয়ারী (র:) ওয়াক্‌ফ এস্টেট কর্তৃক রমজান মাসে ৩০০ (তিনশত) এতেকাফকারীদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা;
- ✓ তাছাড়া, হাজী গোলাম রসুল সওদাগর ওয়াক্‌ফ এস্টেট, চট্টগ্রাম; পাগলা মসজিদ ওয়াক্‌ফ এস্টেট, কিশোরগঞ্জসহ দেশের বড় বড় ওয়াক্‌ফ এস্টেটগুলো ধর্মীয় শিক্ষাসহ লিল্লাহ খাতে অর্থ ব্যয় করে থাকে।

প্রচার ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম :

- অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০৩০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয় এবং বিভিন্ন ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রচারণামূলক এবং সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রচারণামূলক এবং সেবামূলক কার্যক্রমের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রমসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ :

৬) অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- ✓ "মুজিব শতবর্ষ" উদযাপন উপলক্ষে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে:
- ✓ ওয়াক্ফ ভবনে একটি "মুজিব কর্নার" স্থাপন করা হয়েছে।
- ✓ তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের ডাটাবেইজ হালনাগাদ করা হয়েছে;
- ✓ ওয়াক্ফ প্রশাসনের নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদীহিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ ওয়াক্ফ ভবনে সিসি ক্যামেরা সংযোজন করা হয়েছে;
- ✓ বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ওয়াক্ফ প্রশাসনে আগত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং মোতাওয়াল্লী ও বৃত্তিভোগীদের শরীরে তাপমাত্রা ইনফারেড থার্মোমিটারের মাধ্যমে প্রতিদিন পরীক্ষা করা হয়। যাদের শরীরের তাপমাত্রা বেশী পাওয়া যায় (৯৮.৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট এর উর্ধ্বে) তাদেরকে বাসায় থাকার পরামর্শ প্রদান করা হয়।

- ✓ কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ওয়াক্ফ প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করা হয় একইসাথে স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। বিষয়গুলি চলমান প্রক্রিয়া এবং নিয়মিত মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা হচ্ছে। সারাদেশ হতে ওয়াক্ফ প্রশাসনে আগত মোতাওয়াল্লী/বৃত্তিভোগীদের মধ্যেও বিনামূল্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা হচ্ছে।

- ✓ ওয়াক্ফ প্রশাসনের প্রধান কার্যালয়ে আগত সেবা গ্রহীতাগণ নিয়মিত হাত ধোয়ার জন্য সাধারণ Wash Room গুলোতে Wall Mounted Dispenser এর মাধ্যমে হ্যান্ডওয়াশ ব্যবহার এবং হ্যান্ড ড্রায়ার এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- ✓ ওয়াক্ফ ভবনের এবং ভবনের আশেপাশে পরিষ্কার রাখার জন্য সার্বক্ষনিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। ভবনের বাথরুম প্রতিদিন জীবানুনাশক দ্বারা পরিষ্কার রাখা হয়। প্রতিটি করিডোর নিয়মিত পরিচ্ছন্ন রাখা হয় এবং সৌন্দর্য বর্ধন হিসেবে চারা গাছ লাগানো হয়েছে। সকলকে নিজ নিজ কক্ষে প্রবেশের পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ওয়াক্ফ প্রশাসন ডিজিটাইজেশন

- ✓ ১৬৩৫৩ টি তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এস্টেটের ডাটাবেইজ হালনাগাদ করা হয়েছে;
- ✓ ওয়াক্ফ প্রশসানের ওয়েবপেইজের সাথে প্রস্তুতকৃত ডাটাবেইজের লিংক স্থাপন;
- ✓ প্রধান কার্যালয়ে স্বল্পপরিসরে ই-নথি ব্যবস্থাপনা চালু করা;
- ✓ ২০১৯ সাল হতে ডিজিটাল হাজিরার প্রবর্তন;

✓ নিরাপত্তা ও মনিটিরিং এর জন্য প্রধান কার্যালয়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন।

মুজিব কর্নার উদ্বোধন

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (স:)-২০২২ উদ্‌যাপন

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন

৭) ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা :

- জরিপের মাধমে চিহ্নিত ওয়াক্ফ সম্পত্তিসমূহ তালিকাভূক্তকরণের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ;
- LED Panel এর মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড সচিত্র প্রদর্শন;
- নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন;
- শূন্য পদসমূহ পূরণ;
- জেলা পর্যায়ে ওয়াক্ফ প্রশসানের নিজস্ব ভবন স্থাপন;

১০.৩ হজ অফিস, ঢাকা

হজ অফিসের পরিচিতি

১৯৫১ সালে চট্রগ্রামস্থ পাহাড়তলীতে পোর্ট হজ অফিস স্থাপন করা হয়। শুরুতেই পোর্ট হজ অফিসটি পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ রিলেশনস্ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যাত্র শুরু করে। পরবর্তীতে কালক্রমে ১০টি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়ে সর্বশেষ ১৯৮০ সনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়। ১৯৮৪ সন পর্যন্ত চট্রগ্রামে সমুদ্রপথে এবং ঢাকায় অস্থায়ী হজক্যাম্প স্থাপন করে আকাশপথে হজযাত্রী প্রেরণ করা হয়। ১৯৮৬ সালে পোর্ট হজ অফিসের নাম পরিবর্তিত হয়ে 'হজ অফিস' নামকরণ করা হয়। ১৯৮৯ সালে হজ অফিস চট্রগ্রাম হতে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। ঢাকায় স্থায়ী হজক্যাম্প না থাকায় হজ অফিসটি ১৯৮৯ হতে ১৯৯৭ সন পর্যন্ত ঢাকার মিরপুর এবং নাবাবকাটারায় ভাড়া করা বাড়িতে অবস্থিত ছিল। ঐ সময়ে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে অস্থায়ী হজক্যাম্প স্থাপন করে হজকার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। ১৯৯৮ সালে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে হজযাত্রীদের আবাসন, কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন সুবিধাসহ ঢাকার বিমানবন্দরস্থ আশকোনায় ৫ একর সম্পত্তির উপর স্থায়ী হজক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। এ হজক্যাম্পে স্থায়ী হজ অফিস, ঢাকা এর কার্যক্রম ১৯৯৮ সাল থেকে শুরু হয়। বর্তমানে এ ক্যাম্প থেকে হজ-অপারেশন চলমান রয়েছে।

রুপকল্প (Vision): হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিশ্বমানে উন্তিতকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission): তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ ও ওমরাহযাত্রীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বান্ধব আধুনিক উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

সাংগঠনিক কাঠামো

হজ অফিস, ঢাকা এর প্রধান নির্বাহী হলেন পরিচালক। এ পদে সরকারের যুগ্মসচিব/উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত। হজ অফিসের পরিচালক সরকারের হজনীতি বাস্তবায়নের মূখ্য কর্মকর্তা। অফিসের প্রশাসনিক কার্যসম্পাদনে তাঁকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য একজন দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদার সহকারী হজ অফিসার, ১১ জন তৃতীয় শ্রেণি এবং ০৭ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি রয়েছে। এ ছাড়া

প্রতিবছর হজ মৌসুমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২১ জন কর্মচারী তিন মাসের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। স্থায়ী, অস্থায়ী ও ৩মাস মেয়াদী মৌসুমি কর্মকর্তা এবং কর্মচারি মিলিয়ে হজ অফিসের মোট জনবল ৪১।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Stratigic Objectives)

- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, সরবরাহ এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ, হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রা এর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ওয়েবসাইট হজকালীন নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ ও আপডেটের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট/ইন্টারনেটে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান;
- আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ও নিবন্ধন সনদ গ্রহণ ও ভিসা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সরকারি এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজযাত্রীদের হজক্যাম্প, ঢাকা এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
- হজ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় ও হজক্যাম্পে সেবাদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অফিস স্থাপন;
- প্রাপ্ত কোটানুয়ায়ী হজযাত্রীদের নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ;
- হজযাত্রী ও সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ;
- হজযাত্রীদের ভিসা সংগ্রহ ও হজে প্রেরণ।

কার্যাবলি (Functions)

- বৈধ হজ এজেন্সির সাথে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন;
- হজযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থাপনাসহ হজ ও ওমরাহ্ গমন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- হজক্যাম্প তত্ত্বাবধান, হজ মৌসুমে ক্যাম্প প্রস্তুতকরণ, ক্যাম্পে অবস্থানরত হজযাত্রীদের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা প্রদান;
- হজে গমণেচ্ছুদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন সম্পন্নকরণ;
- হজযাত্রীদের পিআইডি প্রদান, আইডি কার্ড ও অন্যান্য উপকরণ বিতরণ;
- হজযাত্রী, হজগাইড, হজ এজেন্সি ও অন্যান্য ষ্টেক হোল্ডারদের প্রশিক্ষণ;
- হজযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থাকরণ;
- হজযাত্রীদের টিকা প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান;
- হজ বিষয়ক অভিযোগ নিস্পত্তি;
- হজ তথ্য সেবায় কল সেন্টার স্থাপন;
- সৌদি আরবে মোনাজ্জেমের তথ্য প্রেরণ;
- বিমান কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত সিডিউল অনুযায়ী হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল প্রস্তুত।

হজ প্রতিবেদন ২০২২

- বাংলাদেশ বিমান ও সৌদিয়া যোগে আগত সর্বমোট হজযাত্রী ৬০,১৪৬ জন (ব্যবস্থাপনা সদস্য সহ);
- আগত বিমান ও সৌদিয়ার সর্বমোট ফ্লাইট সংখ্যা ১৬৫টি;
- এ বছর পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয় ০৮ জুলাই, ২০২২ রোজ শুক্রবার;
- সর্বমোট ইস্যুকৃত হজযাত্রীর ভিসার সংখ্যা ৬০,১৪৬ টি;
- অনলাইনে হেলথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে ৬০,৪২৯ জন হজযাত্রীর;
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হজ এজেন্সির সংখ্যা ৩৫৯টি;
- সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মোট হজযাত্রীর সংখ্যা ৬০,১৪৬ জন(ব্যবস্থাপনা সদস্য সহ);
- হজযাত্রীদের সৌদি আরবে যাত্রার প্রথম ফ্লাইট ০৫ জুন, ২০২২;
- হজযাত্রীদের সৌদি আরবে যাত্রার শেষ ফ্লাইট ০৫ জুলাই, ২০২২;
- হজযাত্রীদের প্রথম ফিরতি ফ্লাইট ১৪ জুলাই, ২০২২;
- হজযাত্রীদের শেষ ফিরতি ফ্লাইট ০৮ আগস্ট, ২০২২।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নাম্বার।

- জনাব মো: সাইফুল ইসলাম, পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা। মোবাইল নাম্বার- ০১৭১৫০৫৭৫৬৯

হজ অফিস ঢাকার কার্যক্রমের কিছু স্থির চিত্রঃ

১. হজ কার্যক্রম-২০২২ এর শুভ উদ্বোধন করা হয়

০৩ জুন, ২০২২ তারিখ সকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে হজ কার্যক্রম ২০২২ শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। হজ ক্যাম্পে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, ধর্ম বিষয়ক সচিব কাজী এনামুল হাসান, বিমান সচিব মোকাম্মেল হোসেন, হজ অফিস, ঢাকার পরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম মফিদুর রহমান, হজ এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (হাব) সভাপতি এম শাহাদাত হোসাইন তসলিম প্রমুখ।

২. ২০২২ খ্রি: সনের সরকারি ব্যবস্থাপনার ১ম ফ্লাইটের হজযাত্রীগণের ইমিগ্রেশন

সরকারি ব্যাবস্থাপনার প্রথম ফ্লাইটের হজযাত্রীগণের ইমিগ্রেশন সভফলভাবে সম্পন্ন করেন। এই ফ্লাইটটি রুট্ টু মক্কা ইনিশিয়েটিভ এর অন্তর্ভুক্ত। ইমগ্রেশণ নিয়ে বিড়ম্বনার দূর করার জন্য ২০১৯ সালে রুট টু মক্কা ইনশিয়েটিভ চালু করা হয়। এ সময় হজ অফিস, ঢাকার পরিচালক যুগ্মসচিব মো. সাইফুল ইসলাম ইমিগ্রেশন পরিদর্শন ও সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন।

৩. হজযাত্রীগণ হাজি ক্যাম্পে প্রবেশ ও ইমিগ্রেশনের প্রস্তুতি

হজে যাওয়ার উদ্দেশ্য দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে হজযাত্রীগণ অত্যন্ত নিরাপত্তার মধ্যে হাজি ক্যাম্পে উপস্থিত হচ্ছেন। ইমিগ্রেশনের পূর্বে হজযাত্রীগণ তাদের ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছেন এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। হজযাত্রীদের নিরাপত্তা ও সহযোগিতার দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার, স্কাউটস টীম ও আঞ্জুমানে এ খাদেমুল হজ। হজযাত্রীদের সার্বিক বিষয় তত্ত্বাবয়ান করছেন মোঃ সাইফুল ইসলাম, পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা।

৪. কি-ওস্ক মেশিনের মাধ্যমে সরকারি হজযাত্রীদের রিপোর্টিং

সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের ফ্লাইট অনুযায়ী SMS এর মাধ্যমে রিপোর্টিং টাইম জানানো হয় এবং রিপোর্টিং টাইম অনুযায়ী হজযাত্রীগন কি-ওস্ক মেশিন থেকে তাদের প্রোফাইল প্রিন্ট করে তাদের রিপোর্টিং সম্পন্ন করেন। হজযাত্রীগণ কি-ওস্ক মেশিনের মাধ্যমে রিপোর্টিং করায় ফ্লাইট অনুযায়ী রিপোর্টিং করা এবং রিপোর্টিং না করা হজযাত্রীদের তথ্য খুব সহজেই পাওয়া যায়। রিপোর্টিং না করা হজযাত্রীদের পরবর্তীতে আবার রিপোর্টিং এর SMS পাঠানো হয়।

৫. নিবন্ধন ও প্যাকেজ মূল্যের অব্যয়িত অর্থ ফেরত প্রদান

হজ অফিস, ঢাকা থেকে ১৪৪৩হিজরী/২০২২খ্রি: সনে সরকারি ব্যবস্থাপনায় পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে জমাকৃত প্যাকেজ মূল্যের অব্যয়িত অর্থ এবং ১৪৪১হিজরী/২০২০খ্রি: সনে সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিবন্ধনকৃত যে সকল হজযাত্রী ২০২২ খ্রি: সনের হজে গমন করেননি তাঁদের নিবন্ধনকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করা হয়।

১০.৪ বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা

হজ ব্যবস্থাপনার মূল কাজটি সম্পাদিত হয় সৌদি আরবের মক্কা আল-মোকাররমায়। সৌদি আরবের সার্বিক হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব কাউন্সেলর (হজ)-এর উপর ন্যস্ত। হজ সংশ্লিষ্ট মুয়াসসাসা অফিস, মোয়াল্লেম অফিস, সৌদি হজ মন্ত্রণালয়, বাড়ি ও বাড়ির মালিক, ইউটিলিটি সার্ভিস অফিসসমূহ মক্কায় অবস্থিত। কাউন্সেলর (হজ) এর কার্যালয় হজ অফিস জেদ্দায় কনসুলেট জানারেল অব বাংলাদেশ ভবনে থাকার ফলে কাউন্সেলর (হজ)-কে প্রতিনিয়ত জেদ্দা-মক্কা-জেদ্দা যাতায়াত করে হজের কার্যক্রম সম্পাদন করতে হত। এতে অহেতুক সময় ও অর্থের অপচয় হত। এ বিষয়টির গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হজ অফিস জেদ্দা হতে মক্কায় স্থানান্তরিত হয়। হজ মিশন মক্কায় স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন হাজীরা তাঁদের প্রাপ্য সেবা দ্রুততম সময়ে পাচ্ছেন অন্যদিকে তেমনি বাংলাদেশ হজ অফিসেরও হজ ব্যবস্থাপনা সরাসরি তত্ত্বাবধান সহজতর হয়েছে।

১০.৪.১ বাংলাদেশ প্লাজা, জেদ্দা হজ টার্মিনাল

বাংলাদেশের হজযাত্রী সাধারণত বাংলাদেশ থেকে গমণ করে সরাসরি জেদ্দা হজ টার্মিনালে অবতরণ করে থাকেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশী হজযাত্রীদের সুবিধার্থে ২০১১ সাল হতে জেদ্দা হজ টার্মিনালে একটি প্লাজা ভাড়া করেছে। এ ব্যবস্থার ফলে হজযাত্রীরা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে স্বাচ্ছন্দে মক্কা-মদিনার উদ্দেশ্যে গমণ করেন। উল্লেখ্য, জেদ্দা বিমানবন্দরে হজ প্রশাসনিক দলের সদস্য, হজ চিকিৎসা দলের সদস্য এবং আইটি দলের সদস্যগণ হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের উপকরণসহ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জেদ্দা হজ টার্মিনালে সেবা প্রদানের মান বর্তমানে বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া "Route to Makkah Initiative" চালুর মাধ্যমে সৌদি আরব পর্বের ইমিগ্রেশন এদেশে সম্পন্ন হওয়ায় হজযারীদের কষ্ট লাঘব হচ্ছে।

১০.৪.২ বেসরকারি হজ ও ওমরাহ এজেন্সি

বেসরকারি এজেন্সিগুলো জাতীয় হজনীতি ও সরকার ঘোষিত হজপ্যাকেজ অনুসরণ করে হজযাত্রী সংগ্রহ করে মক্কা-মদিনায় বাড়ি ভাড়া করে হজযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে থাকে। বেসরকারি হজ এজেন্সিগুলোর সংগঠন 'হজ এজেন্সিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' তথা HAAB এসব এজেন্সির নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। যেসব এজেন্সি হাজীদের মক্কা-মদিনায় পাঠিয়ে প্রাপ্য সেবা প্রদান থেকে বঞ্চিত করে সেসব এজেন্সিকে তদারকী করার জন্য হজ প্রশাসনিক দল পাঠিয়ে হাজীদের সেবা ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অভিযুক্ত ও দায়ী এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, যেমন লাইসেন্স বাতিল, আর্থিক জরিমানা ও মামলার ব্যবস্থা গ্রহণ করে হজ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একইসাথে HAAB-এর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে হজযাত্রীদের প্রদেয় সেবার মান বৃদ্ধির জন্য মক্কা হজ অফিসে HAAB এর জন্য আলাদা অফিস ও হেল্পডেস্ক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমনকারী সকল হজযাত্রীর সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হজযাত্রী ও ওমরাহযাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর হজ কার্যক্রম সহজ করা ও বর্ধিত হজযাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত ২৪০ টি ওমরাহ্ এবং ১১৭৬ টি হজ লাইসেন্স প্রদান করেছে।

১০.৪.৩ হজযাত্রীদের আবাসন

হজ ব্যবস্থাপনায় উন্নতির অন্যতম প্রধান শর্ত হ'ল হজযাত্রীদের জন্য উন্নতমানের আবাসনের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়া করা বাড়িগুলোর বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হয়। বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে অনিয়মকে দূর করে বাড়ি ভাড়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। দূরবর্তী, পুরাতন ও

পাহাড়ের উপর বাড়ি ভাড়া করার পরিবর্তে নিকটবর্তী সমতল ভূমিতে অপেক্ষাকৃত নতুন বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। এছাড়া, অধিক সংখ্যক বাড়ির পরিবর্তে অল্প সংখ্যক উন্নতমানের নতুন বড় বাড়ি/হোটেল ভাড়া করে হাজীদের সেবার মান বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১০.৪.৪ রাজকীয় সৌদি সরকারের স্বীকৃতি

হজ ব্যবস্থানায় গুণগত পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হওয়ায় তা সৌদি আরবের হজ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে। সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের অধীন দক্ষিণ এশীয় হাজী সেবা সংস্থা তথা মুয়াচ্ছাছা অফিস ২০১০ ও ২০১১ সনে হজ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখ্যযোগ্য উন্নতি সাধিত হওয়ায় বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে স্বীকৃতি প্রদান করে।

হজ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি, আন্তঃমন্ত্রণালয় সম্পর্ক বৃদ্ধি, সৌদি সরকারের সাথে হজ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পর্ক উন্নয়ন ও হাজীদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। ফলে হজ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে শৃংখলা ফিরে এসেছে। হজযাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনায় সেবার মান উন্নত হয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ সফলতা সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের পথে এক বিশাল অর্জন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ ব্যবস্থাপনায় সফলতার এ ধারা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে।

১০.৫ হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

রূপকল্প (Vision):

হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ সাধন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission):

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালনা, সংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান এবং হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রসার। ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলী (Functions):

হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করাই হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রধান কাজ। মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৫ সদস্যের একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়েছে।

২৭.০৯.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভায় বক্তব্য রাখছেন মননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান, এমপি

(ক) ২০২১-২২ অর্থবছরে ট্রাস্ট তহবিল থেকে প্রায় ১৫০০টি হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ০৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং প্রায় ১২০০ জন অসচ্ছল ব্যক্তিকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত ৩ কোটি টাকা দেশের প্রায় ৮,০০০টি পূজা মন্ডপে প্রদান করা হয়।

অনুদানের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানের একটি চিত্র

শারদীয় দুর্গপিূজায় অনুদানের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানের একটি চিত্র

(খ) বৃত্তি প্রদান: হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে এ বছরই প্রথম মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রী) ২৫০০ ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা করে নগদ ও বিকাশের মাধ্যমে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

(গ) জাতীয় দিবস দিবস উপলক্ষ্যে ট্রাস্ট কার্যালয়ে বিশেষ আলোচনা ও প্রার্থনা সভার আয়োজন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের বিশেষ প্রার্থনা সভা

২৬ মার্চের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মোঃ ফরিদুল হক খান এমপি

জন্মাষ্টমী ২০২১ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান

(ঘ) অন্যান্য কাজ: হিন্দু জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বিভিন্ন সময়ে হঠাৎ ঘটে যাওয়া হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যেও কাজ করে থাকে।

- পবিত্র গীতাপাঠ প্রতিযোগিতা:

রংপুরে পবিত্র গীতা পাঠ প্রতিযোগিদের চিত্র

- তীর্থভ্রমণ:

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে তীর্থ ভ্রমণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এবছর দেশের মধ্যে তীর্থভ্রমণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

তীর্থ ভ্রমণে তীর্থযাত্রীগণ

ট্রাস্ট কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন

কুমিল্লা ও নড়াইলে ক্ষতিগ্রস্থ হিন্দু জনগোষ্ঠীর সাথে মতবিনিময় কালে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, সি. ভাইস-চেয়ারম্যান ও অন্যান্যরা

ট্রাস্ট সচিব ডাঃ দিলীপ কুমার ঘোষ এঁর সাতক্ষীরা পরিদর্শন

সাবেক অর্থমন্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্প:

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। প্রাক-প্রাথমিক, গীতাশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা প্রকল্পের প্রধান কাজ। এছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণে, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তিতে এবং ঝড়েপড়া রোধ করতে প্রকল্পটির ভূমিকা অনন্য। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সরকারের Vision-২০২১' বাস্তব রূপায়নে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। প্রকল্পটি ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু হয়ে গত জুন ২০২১ সালে শেষ হয়েছে। প্রকল্পটি নতুনভাবে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুমোদিত না হওয়ায় পূর্বের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা হয়।

প্রকল্পের একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

"সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার" শীর্ষক প্রকল্প;

সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প-এ ২০২১-২২ অর্থসালে মোট ৬৯০৯.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তন্মধ্যে আবর্তক ব্যয় ৪১৯.৮০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ব্যয় হয় ৬৪৯০.১৮ লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ১০৯০টি মন্দিরের নির্মাণ কার্য ১০০% সম্পূর্ণ হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় মন্দির নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

"ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প;

শুরু জুলাই ২০২০ খ্রি .খ্রি ২০২৩এবং সমাপ্তি জুন .প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৯৯.৫৭ লক্ষ টাকা নির্ধারন করে গত ২৯ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারির মাধ্যমে এই প্রকল্পের কার্যক্রম ২০২০.১১.শুরু হয়েছে। ১৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে ৪১/জন পুরোহিত ২১৬,সেবাইতকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

- ❖ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা :
  - ➢ ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে হিন্দু ধর্মীয় পুরোহিত ও সেবাইতদের হিন্দু আইন ও পূজা পদ্ধতি, ভূমি আইন আইসিটি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ, সামাজিক মূল্যবোধ, কৃষি ও বনায়ন, গবাদি পশুপালন

এবং খাদ্যপুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৪১,২১৬ জনের দক্ষতা ও নেতৃত্বদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

- ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণার্থীদেরকে পুরোহিত দর্পণ ও গীতা বই বিতরণ করা;
- প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঢাকায় প্রধান কর্যালয়সহ ১৮টি জেলা অফিস প্রতিষ্ঠা করা;
- পুরোহিত ও সেবাইতদের মাধ্যমে সমাজে নৈতিক শৃঙ্খলা এবং ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে মাদক, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সচেতন করা এবং আন্ত:ধর্মীয় সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তোলা।

২০২১:অর্থবছরে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য ২২-

"ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৩,৫৬৬ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পুরোহিত প্রশিক্ষণে উপস্থিত পুরোহিতগণ

২০২১-২২ অর্থ-বছরে কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি): নতুন পদ সৃজন করা না হলে ট্রাস্ট সরকারের বর্তমান কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে ব্যার্থ হবে।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হলেন –

শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১/আই পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন: ২২৩৩৬৮০৪৫, মোবাইল: ০১৭১৬৫০২১৫৯
ই-মেইল: hindutrustbd@ymail.com
proshantok1970@gmail.com

২০২১-২২ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কেউ আবেদন করেনি বিধায় কাউকে কেনো তথ্য তথ্য প্রদান করা হয় নি।

১০.৬ বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা । দেশের বৌদ্ধ জনসাধারণের ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সনের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৬৯ নম্বর অধ্যাদেশ-এর ৩ ধারার বিধান অনুসারে ১৯৮৪ সনে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০১৮খ্রিস্টাব্দে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নম্বর আইন) এর বিধান অনুসারে Buddhist Religious Welfare Trust Ordinance, 1983 রহিতক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক পুন:প্রণীত বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১৭ নং আইন) মহান জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১৭ নং আইন) এর বিধান অনুসারে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত ।

বোর্ড অব ট্রাস্টি

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১৭ নং আইন) এর ৫ ধারার বিধান অনুসারে ট্রাস্টের পরিচালনার দায়িত্বভার সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত। নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বর্তমান বোর্ড অব ট্রাস্টি পুনর্গঠন করা হয়:

ক্রমিক	নাম	পদবি স্বাপক্ষর
০১.	জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান, এম.পি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান (পদাধিকার বলে)
০২.	জনাব রমেশ চন্দ্র সেন মাননীয় সংসদ সদস্য-৩ (ঠাকুরগাঁও-৩)	সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান-১
০৩.	বেগম আরমা দত্ত মাননীয় সংসদ সদস্য-৩১১ (মহিলা আসন-১১)	সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান-২
০৪.	জনাব কাজী এনামুল হাসান এনডিসি সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ট্রাস্টি (পদাধিকার বলে)
০৫	জনাব সুপ্ত ভূষণ বড়ুয়া	ভাইস-চেয়ারম্যান
০৬.	জনাব মিথুন রশ্মি বড়ুয়া (চট্টগ্রাম জেলা)	ট্রাস্টি
০৭.	মিসেস ববিতা বড়ুয়া (চট্টগ্রাম জেলা)	ট্রাস্টি
০৮.	মিসেস রুপনা চাকমা (খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা)	ট্রাস্টি
০৯.	জনাব রঞ্জন বড়ুয়া (চট্টগ্রাম জেলা)	ট্রাস্টি
১০.	জনাব জয় সেন তঞ্চগ্যা (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা)	ট্রাস্টি
১১.	জনাব জ্যোতিষ সিংহ (কুমিল্লা জেলা)	ট্রাস্টি
১২.	জনাব হ্লা থোয়াই হ্লী মার্মা (বান্দরবান পার্বত্য জেলা)	ট্রাস্টি

স্থায়ী আমানত

ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা কালে ১৯৮৪খ্রিঃ তৎকালিন সরকার এক কোটি টাকার আমানত তহবিল বরাদ্দ প্রদান করেন এবং উক্ত তহবিল থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে ট্রাস্টে কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমান ৭.০ কোটি টাকা।

২. **রূপকল্প:** ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ।

৩. **অভিলক্ষ্য :** দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, সংস্কার ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উদযাপন এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুদৃঢ়করণ ।

৪. ট্রাস্টের ২০২১-২২ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

বৌদ্ধ ধর্মীয় উপসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার ক্ষেত্র তৈরী, সামগ্রিক উন্নয়ন, উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনের লক্ষে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই এই ট্রাস্টের প্রথম ও প্রধান কাজ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সরকারের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট এর কার্যক্রম ও কর্ম তৎপরতা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহাসিক পটভূমি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড পূর্ণগঠনের পর থেকে মাননীয় চেয়ারম্যান ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের গতিশীল নির্দেশনা, মাননীয় সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান ও সকল সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট কার্যক্রমে নবজাগরণের সূচনা হয়েছে যা দিন দিন বেগবান হচ্ছে। বর্তমানে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা সংখ্যা ৫ হাজার এর অধিক এবং বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

৪.১.বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপাসনালয়/ শ্মশান সংস্কার ও মেরামত করার জন্য অনুদান প্রদান

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপাসনাল/শ্মশান সংস্কার ও মেরামতের জন্য বার্ষিক অনুদান ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা সংস্কার ও মেরামতের জন্য ২০ লক্ষ টাকা এবং শ্মশান সংস্কার ও মেরামতের জন্য ৮ লক্ষ টাকাসহ মোট ২৮ লক্ষ টাকা বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে তৃণমূল পর্যায়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ জনগণ বিশেষ উপকৃত হয়েছে ।

৪.২.শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ অনুদান প্রদান

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন তথা দানোত্তম কঠিন চীবর দান উৎসব উদযাপন উপলক্ষে ট্রাস্টের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বরাবরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে বিশেষ অনুদান প্রদান করে আসছে ।

২০২১-২২অর্থ বছরে বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ৩(তিন) কোটি টাকা বিশেষ অনুদান দেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে অগ্রধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় ধর্মীয় উৎসবসমূহ পালন করেছে। তৎজন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তথা বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ জনগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

৪.৩.অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু ও দুঃস্থদের চিকিৎসা সহায়তা (বিশেষ অনুদান) প্রদান

ট্রাস্টি বোর্ডের উদ্যোগে বাংলাদেশে অবস্থিত অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমন ও অসহায়গৃহীদের চিকিৎসা জন্য অনুদান প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিবছর অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমনের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫৬ জনকে (অসহায় ব্যক্তি ও বৌদ্ধ ভিক্ষু) চিকিৎসার জন্য মোট ৭ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৪.৪.ধর্মীয় উৎসব উদযাপন

জাতীয় পর্যায়ে সরকারের সাথে বৌদ্ধ জনগণের সেতু বন্ধন হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারের আমলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবসমূহ অত্যন্ত জাকঝমকপূর্ণভাবে যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদযাপন করা হচ্ছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব **''শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান''** উপলক্ষে মাসব্যাপি বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/উপাসনালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদার উদযাপন করা

হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করার জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এ পবিত্র ধর্মীয় দিবসে বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে দেশ ও জাতির মঙ্গল ও সমৃদ্ধি তথা বিশ্ব শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

প্রতিবছর মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা** উপলক্ষে পৃথক পৃথক বাণী প্রদানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে জাতি ধর্ম বর্ণ দল, মত নির্বিশেষে জাতীয় উন্নয়নের জন্য একযোগে কাজ করার দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০২১ উপলক্ষে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যেগে "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উন্নয়নে আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ-২০২১" আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান এমপি প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

৪.৬.জাতীয় দিবস উদযাপন

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস, ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস এবং ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিসব উদযাপন উপলক্ষে ট্রাস্টের উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা সভার আয়েজেন করা হয়েছে। এছাড়া এসব দিবসে দেশের সকল বৌদ্ধ বিহার/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান / উপাসনালয়ে জাতির অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সকলের মঙ্গল তথা বিশ্ব শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনারও আয়োজন করা হয়েছে।

৪.৭.দেশের বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বৌদ্ধ শ্মশান এর তালিকা প্রণয়ন

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ ক্যাং/চৈত্য ও বৌদ্ধ সার্বজনীন শ্মশানের হালনাগাদ সংখ্যার নিরূপন ও তালিকাভূক্তির কার্যক্রম চলছে। দেশের সকল বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ট্রাস্টের কার্যক্রমের আওতায় আনার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

৪.৮.বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনা কার্যক্রম

বতমার্ন ট্রাস্টি বোর্ড দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত পালি-বাংলা অভিধান (১ম ও ২য় খণ্ড) এর প্রকাশনার কাজ সুসম্পন্ন করা হয়। এই উপমহাদেশে বাংলা-পালি সাহিত্যে এটা প্রথম পালি-বাংলা অভিধান। এই অভিধানটি বাংলা-পালি সাহিত্যের গবেষক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। নিয়মিতভাবে ট্রাস্টের উদ্যোগে ''সপ্তপর্ণী'' নামে একটি বার্ষিকী প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, "বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০২১" উপলক্ষে ট্রাস্টে কার্যক্রম সম্বলিত বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় একটি সচিত্র পুস্তিকা এর ৩য় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে।

৪.৯.ওয়েব-সাইট

তথ্য প্রযুক্তির সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষে বর্তমান সরকারের ''রূপকল্প -২০২১'' বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে অবাধ তথ্য প্রবাহ আদান প্রদানের জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের একটি নিজস্ব ওয়েব-সাইট (*www.brwt.gov.bd*) চালু করা হয়েছে। এ ওয়েব-সাইট দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্মকান্ডের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে। এতথ্য দেশ-বিদেশের লোকজনের অনেক উপকারে আসবে।

৪.১০.প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প

কোমলমতি বৌদ্ধ শিশুদের স্কুলমুখী করে তোলা ও তাদের মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিকতাসম্পন্ন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে ২০১৫খ্রি: হতে ''প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প''বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায় এ পর্যন্ত মোট ১০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬ হাজার বৌদ্ধ শিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক- প্রথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। এ প্রকল্পের শতকরা ৮০ ভাগ শিশু মুল ধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এ প্রকল্প গ্রহণের ফলে তৃণমুল পর্যায়ে ১০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। জানুয়ারি, ২০১৮খ্রিঃ হতে উক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে যা ডিসেম্বর,২০২১খ্রিঃ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের আওতায় ১২টি বৌদ্ধ অধ্যুষিত জেলার ৬২টি উপজেলায় মোট ৩০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২০হাজার বৌদ্ধ শিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক-প্রথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে মুল ধারায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের কার্যক্রম

শুরু করা হয়েছে। ৩০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬০০০ বৌদ্ধ শিশু প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা কোর্সে অধ্যয়ন করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তৃণমুল পর্যায়ে ৩০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

৪.১১.বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক যে সমস্ত বৌদ্ধ বিহারের মেরামত ও সংস্কার করার জন্য বার্ষিক অনুদান মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে সে সমস্ত বৌদ্ধ বিহারসমূহের মেরামত/সংস্কার কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে অবলোকন করার জন্য সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান, সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি বান্দরবানসহ অন্যান্য জেলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেন।

৪.১২.অন্যান্য কার্যক্রম

আইন শৃংঙ্খলা রক্ষা, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্মানিত ট্রাস্টিগণ নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর গতিশীল নেতৃত্ব ও সক্রিয় নির্দেশনায় এবং ট্রাস্টের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সঠিক পরিচালনায় এবং ট্রাস্টের সম্মানিত সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দের সার্বিক ও সক্রিয় সহযোগিতায় বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম তৃণমুল পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

জয়দত্ত বড়ুয়া
সচিব
বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১০.৭ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

১। কল্যাণ ট্রাস্টের ইতিবৃত্তঃ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অধ্যাদেশ জারির ২৬ বৎসর পর ৫ নভেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ইহা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সংস্থা, যা পরিচালনার জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে।

২। বোর্ড অব ট্রাস্টিঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২৬.০১.২০২০ খ্রিস্টাব্দের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক ১২ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান, এমপি, সিনিয়র-ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব জুয়েল আরেং, এমপি, এডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার, এমপি, ভাইস-চেয়ারম্যান ডঃ নমিতা হালদার, এনডিসি, ট্রাস্টি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব কাজী এনামুল হাসান এনডিসি, ড. বেনেডিক্ট আলো ডি' রোজারিও, উপাধ্যক্ষ রেমন্ড আরেং, জনাব বাবু মার্কুস গমেজ, জনাব জেমস সুব্রত হাজরা, জনাব উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার, জনাব পিউস কস্তা এবং ট্রাস্টি ও সচিব জনাব নির্মল রোজারিও।

৩। অনুদান প্রদানঃ (ক) খ্রিস্টান ধর্মীয় চার্চ/গীর্জা/উপাসনালয় নির্মাণ ও সংস্কারে অনুদান প্রদানঃ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার পর ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার এনডাওমেন্ট তহবিলের আয় থেকে ২০১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ যাবৎ ৫৪০টি চার্চ/গির্জা/উপাসনালয়ের নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ও উন্নয়নের জন্য ২০২১-২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ২ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

(খ) বড়দিন উদযাপনে অনুদানঃ শুভ বড়দিন-২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ খ্রিস্টাব্দ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা ৫২৩টি চার্চ/গির্জা/উপাসনালয়ের অনুকূলে উৎসব অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে বড়দিন উৎযাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ২ (দুই) কোটি টাকা থেকে ১৭৫টি চার্চ/গির্জা/উপাসনালয়কে ৯৩ লক্ষ ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে উৎসব অনুদান হিসেবে প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সর্বমোট ১২৩৮টি চার্চকে ৬ (ছয়) কোটি ৮ (আট) লক্ষ ১৮ (আঠারো) হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৪। মুজিববর্ষ উদযাপনঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষে ১৭ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চ-সহ দেশের বিভিন্ন চার্চ/উপসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। বটমলী হোমস্ এবং ২টি দুস্থ ও পুর্ণবাসন কেন্দ্রে খাবার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়াও বিশেষ প্রার্থনা শেষে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সহস্রাধিক খ্রিস্টভক্তের অংশগ্রহনে কেক কাটা অনুষ্ঠান করা হয়। এরপর দেশের বিভিন্ন এলাকার চার্চসমূহে বৃক্ষরোপন কর্মসুচী পালন করা হয়।

৫। জাতীয় দিবস উদযাপনঃ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে প্রতি বৎসর ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চে বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস, মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদদের স্মরণে ও জাতির সুখ সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে।

৬। বঙ্গভবনে শুভ বড়দিন উদযাপন অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা প্রদানঃ প্রতি বছরের ন্যায় শুভ বড়দিন উপলক্ষে ২৫ শে ডিসেম্বর বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই আয়োজনে বঙ্গভবনে অতিথি তালিকা প্রেরণসহ প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০ ও ২০২১ খ্রিস্টাব্দে কোভিড-১৯-এর কারণে বঙ্গভবনে শুভ বড়দিন উদযাপন করা সম্ভব হয়নি।

৭। প্রশিক্ষণ প্রদানঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর হতে বর্তমান পর্যন্ত পরিবর্তনশীল সমাজে পালক-পুরোহিতদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ০৭টি প্রশিক্ষণ এবং যুব সমাজের নীতি ও নৈতিকতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গঠনে যুব সমাজের ভূমিকার উপর যুবক-যুবতীদের জন্য ১৮টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। পালক-পুরোহিতগণ ৬০৬ জন এবং ১,৬২৭ জন ছাত্র-যুবক অংশগ্রহণ করেছে।

৮। জাতীয় অনুষ্ঠানে পালক/পুরোহিত/পবিত্র বাইবেল পাঠক নিয়োগঃ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় অনুষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করার জন্য পালক/পুরোহিত/বাণীপাঠক প্রেরণ করা হয়।

৯। অন্যান্যঃ এছাড়াও উল্লেখিত সময়কালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় দেশের খ্রিস্টান সমাজের সাধারণ নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ট্রাস্ট সর্বদা সচেষ্ট ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যক্রমের তথ্য নিম্নরূপ

১। অনুদান প্রদানঃ

(ক) খ্রিস্টান ধর্মীয় চার্চ/গীর্জা/উপাসনালয় নির্মাণ ও সংস্কারে অনুদান প্রদানঃ ট্রাস্টের ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার এনডাওমেন্ট তহবিলের আয় থেকে ৫০টি চার্চ/গির্জা/উপাসনালয়ের নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ও উন্নয়নের জন্য ২০২১-২০২২ খ্রিস্টাব্দে ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

(খ) সানডে স্কুলের জন্য অনুদান প্রদানঃ চার্চ ভিত্তিক ১৫টি সানডে স্কুলের অনুকূলে মোট ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(গ) বড়দিন উদযাপনে অনুদানঃ শুভ বড়দিন-২০২১ খ্রিস্টাব্দ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ২ (দুই) কোটি টাকা ৪৫০টি চার্চ/গির্জা/উপাসনালয়ের অনুকূলে উৎসব উৎযাপনের জন্য অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

২। প্রশিক্ষণ প্রদানঃ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পরিবর্তনশীল সমাজে পালক-পুরোহিতদের পালকীয় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ০১টি প্রশিক্ষণ এবং যুব সমাজের নীতি ও নৈতিকতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গঠনে যুব সমাজের ভূমিকার উপর যুবক-যুবতীদের জন্য ২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এতে ১৬০ জন পালক-পুরোহিত এবং ৩৪১ জন ছাত্র-যুবক অংশগ্রহণ করেছে।

১১.০ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ

১১.১ ২০২১-২২ অর্থবছরের পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২
পরিচালন ব্যয়	২৯৬,২৭,০০	২৭৮,৬০,৩২
উন্নয়ন ব্যয়	১৯৪৩,৫৭,০০	২২৪৪,০৭,০০
মোট	২২৩৯,৮৪,০০	২৫২২,৬৭,৩২

১১.২ পরিচালন বাজেট ২০২১-২২

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২
সাধারণ কার্যক্রম	৫০,০৯,০০	৪৭,২৫,৭২
বিশেষ কার্যক্রম	১২২,৪২,০০	৯৯,৭১,০০
সহায়তা কার্যক্রম	১২৩,৭৬,০০	১৩১,৬৩,৬০
মোট	২৯৬,২৭,০০	২৭৮,৬০,৩২

১১.৩ উন্নয়ন বাজেট ২০২১-২২

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২
সচিবালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪৫,০৯,০০	৪,২৫,০০
ইসলামিক ফাউন্ডেশন	১৭০৯,৩৫,০০	২০৬৮,৪৬,০০
বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট	১,৪৯,০০	১,৪৯,০০
হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট	১৮৭,৬৪,০০	১৬৯,৮৭,০০
মোট	১৯৪৩,৫৭,০০	২২৪৪,০৭,০০

১২। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা :

জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৬৩৪৮
ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৯৫১১১১৬
ই -মেইল- anwar27info@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.mora.gov.bd

১৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি :

জনাব মো :সাখাওয়াত হোসেন
উপসচিব (উন্নয়ন)
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৬৬৬০
ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৯৫১২২৮৬
ই-মেইল- moragovbd@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.mora.gov.bd

১৪। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানগণের নাম, পদবি, ফোন:

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বর
	জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান এম.পি.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	৮১৭১২০৮ (সংসদ) ৯৫৭৪০০৪, ৯৫১৪১২২ (মন্ত্রণালয়)
১.	জনাব দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব)	৯৫১৪১১০
২.	মো: রেজওয়ান-উল-ইসলাম	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	৯৫৭৬৩৫০
৩.	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন	সিনিয়র জনসংযোগ কর্মকর্তা	৯৫৭৬৩৪৮
৪.	জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	-
৫.	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, পিএইচডি	সচিব	৯৫১৪৫৩৩
৬.	জনাব মোঃ যুবায়ের	সচিবের একান্ত সচিব (সহকারী সচিব :সি)	৯৫৭৪০১১
৭.	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৯৫১৪৫৩৩
৮.	জনাব গাজীউদ্দিন মোহাম্মদ মুনীর	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	৯৫১৫৫৪৩
৯.	জনাব মো: মফিজ উদ্দিন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (আইন) অতিরিক্ত সচিব , এর দপ্তর	৯৫১২২৬০
১০.	মু: আ: আউয়াল হাওলাদার	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	৯৫৪০১৫১
১১.	জনাব মোঃ হাতেম আলী	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অতিরিক্ত সচিব (উ:) এর দপ্তর	৯৫৪০১৫১
১২.	জনাব মু: আ: হামিদ জমাদ্দার	অতিরিক্ত সচিব (হজ)	৯৫৭৬৩৫৪
১৩.	জনাব ফাতেমা তুজ জোহরা	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (হজ)	৯৫৭৬৩৫৪
১৪.	জনাব মো: আলতাফ হোসেন চৌধুরী	অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা ও আইন)	৯৫১২২৩৯
১৫.	জনাব মো: নায়েব আলী মন্ডল	যুগ্মসচিব (বাজেট ও অনুদান)	৯৫৫৯৪৬৭
১৬.	জনাব মো: শরাফত জামান	যুগ্মসচিব (হজ)	৯৫৪৬৫৮৯
১৭.	জনাব মো: রবিউল ইসলাম	যুগ্মসচিব (বাজেট ও হিসাব)	৯৫৪০১৬৩
১৮.	জনাব মোহাম্মদ মাহবুব আলম	উপসচিব (সংস্থা ও আইন এবং হজ)	৯৫৬৫০১৯
১৯.	জনাব মো: সাখাওয়াত হোসেন	উপসচিব (উন্নয়ন)	৯৫৭৬৬৬০
২০.	জনাব মো: সাখাওয়াৎ হোসেন	উপসচিব (প্রশাসন)	৯৫৪৫৭৩৮
২১.	জনাব মোহাম্মদ কুদ্দুছ আলী সরকার	উপসচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)	৯৫৪৫৭৩৭
২২.	ড. মোঃ মঞ্জুরুল হক	উপসচিব (অনুদান ও অডিট)	৯৫৭৭২৩৮
২৩	জনাব আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন	উপসচিব (হজ-১)	৯৫৪৬৫৯০
২৪.	জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	সিস্টেমস এনালিস্ট (আইসিটি)	৯৫৪০১৬৫
২৫.	জনাব এস.এম. মনিরুজ্জামান	সিনিয়র সহকারী সচিব (হজ-২)	৯৫৪৬৫৯১
২৬.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)	৯৫৪০৫৮৯
২৭.	জনাব মো: মোস্তফা কাইয়ুম	সিনিয়র সহকারী সচিব (অনুদান)	৯৫৪০১৪৭
২৮.	জনাব মো: শিব্বির আহমদ উছমানী	সিনিয়র সহকারী সচিব (সংস্থা-২)	৯৫৪৫৩০৬

২৯.	জনাব আজম উদ্দীন তালুকদার	সহকারী সচিব (আইন ও অডিট)	৯৫৪৬৬৮১
৩০.	জনাব মো: তফিকুল ইসলাম	সহকারী সচিব (সংস্থা-১)	৯৫৪৫৩০৬
৩১.	জনাব মহঃ আব্দুর রশিদ মোল্লাহ	সহকারী সচিব (প্রশাসন-১ ও প্রশাসন-২)	৯৫৪০১৬৪
৩২	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান	প্রোগ্রামার (আইসিটি)	৯৫৪০১৬৫
৩৩	জনাব মোঃ ইমামুল হক	সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিটি)	৯৫৪০১৬৫
৩৪.	জনাব মাসুদ আলম	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (হিসাব)	৯৫৪০৬০৪

আওতাধীন দপ্তরসংস্থা/

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নাম	পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ফোন ও ই-মেইল
১.	ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান	মহাপরিচালক	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	ফোন: ৮১৮১৫১৬ ই-মেইল: dg_if@yahoo.com
২.	জনাব খান মোঃ নুরুল আমিন	ওয়াক্ফ প্রশাসক (যুগ্মসচিব)	বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়, ৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।	ফোনঃ ০২-৪৯৩৫৭৬৮২ ই-মেইলঃ
৩.	জনাব মো: সাইফুল ইসলাম	পরিচালক (যুগ্মসচিব)	হজ অফিস, ঢাকা, হজ ক্যাম্প, আশকোণা, উত্তরা, ঢাকা।	ফোনঃ ০২-৮৮+-৮৯৫৮৪৬২ ইমেইলঃ hajjofficeashkona@gmail.com
৪.	জনাব মো: জহিরুল ইসলাম	কাউন্সেলর (হজ) (উপসচিব)	বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা	ফোনঃ +৯৬৬৫০৪৩২১৫২৬ ইমেইলঃ missionhajj@gmail.com
৫.	ডা. দিলীপ কুমার ঘোষ	সচিব (উপসচিব)	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ১/আই পরিবাগ, রমনা, ঢাকা।	ফোনঃ ০২-৯৬৭৭৪৪৯ ই-মেইলঃ hindutrustbd@ymail.com
৬.	জনাব জয়দত্ত বড়ুয়া	সচিব	বৌদ্ধ মন্দির, অতীশ দীপংকর সড়ক, সবুজবাগ, বাসাবো,	ফোনঃ ০২-৭২৭২৬৪৭ ই-মেইলঃ brwt2010@gmail.com
৭.	জনাব নির্মল রোজারিও	সচিব	খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ৮২ তেজকুনি পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।	ফোনঃ ০২-৯১১৪২৯৬ ই-মেইলঃ crwt09@yahoo.com

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mora.gov.bd